হজ ও উমরাহ্ পালনকারীদের উদ্দেশ্যে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা

শাইখ ড. ইয়াহ্ইয়া ইবন ইব্রাহীম আল-ইয়াহ্ইয়া

অনুবাদ ও সম্পাদনা
সাইফুলাহ বিন আহমাদ কারীম/নূরুলাহ তারীফ, মাসউদুর রহমান নূর
/ওহীদুজ্জামান মাসুদ

সর্বশেষ সম্পাদনা
মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

ওয়েব গ্রন্থনা :
আবহাছ এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ

বিসমিলাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগ তের প্রতিপালক আল াহ তা'আলার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল াহ তা'আলা ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, তিনি সৎকর্মশীলদের অভিভাবক। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তি নি আলোকিত-ম ুখ সৎকর্মশীলদের নেতা। তি নি যথাযথভাবে আ মাদের ক াছে রিসা লাত পৌঁছিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতের কল ্যাণ কা মনা করেছেন এব ং আমাদেরকে শুভ্র উ জ্জ্বল-স্পষ্ট দ্বীনের উ পর রে খে গেছেন, যার সকল বিষয় দিবালোকের ম ত সুস্পষ্ট, একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিই এতে বক্রতার পথ অবলম্বন করে থ াকে। আল াহর অপার করুণা ও রহমত বর্ষিত হোক তাঁর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবির উপর এবং য ারা কেয় ামত পর্যন্ত তাঁর এ দ াওয়াতে অংশগ্রহণ করে তাঁর সুন্নতের অনুসরণ করে য াবেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ কর ে তাঁর প্রদর্শিত পথে প রিচালিত হবেন, তাদের সকলের উপর।

প্রিয় পাঠক !

আপনাকে মহান আলাহ্ তা'আলা মিলিয়ন মিলিয়ন মুসলমানদের মধ্য থেকে তাঁর পবিত্র ঘর জিয়ারতের জন্য মনোনীত করেছেন। আলাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা ক রি তিনি যেন দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাকে অ ভিভাবকত্ব দ ান করেন এবং যেখানেই থ াকুন ন া কেন সেখানেই আপনার জীবনকে বরকতময় করেন।

সম্মানিত ভাই !

আপনি অনেক কষ্ট বরদাশ্‌ত করেছেন। অনেক কঠিন পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন। অনেক অ র্থ-কড়ি ব্যয় করেছেন। নিজ দেশ, আপনজন, পরিবার- পরিজন, সন্তা ন-সন্ততি ছে ড়ে এসেছেন। এসব কেবলমাত্র এ জন্য যে আল াহ্ তা'আ লা আ পনার উপর তাঁর পবিত্র ঘরের হজ ফরজ করেছেন। সে মহান দায়িত্ব পালন করার জন্যই আপনার এ আগমন। আ লাহ্ আপনার হজকে কবুল ও কলুষ মুক্ত করুন।

সম্মানিত হাজি ভাই !

আপনার প্রতি আম ার ভালোবাসা ও শুভ কামনা থাকল । আমি কামনা করি আপনার এই আ গমন সফল হোক এবং যে দায়িত্ব পাল ন করতে আপ নি এখানে এসে ছেন তা সার্থক ভাবে পূর্ণ হোক। এ ই কামনাই মূলত আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছে আপনার কিছু নির্দেশনা দিতে। এর মাধ্যমে আমি আম ার প্রতি আ মার মহীয়ান গরীয় ান প্রতিপালকের সে নির্দেশের বাস্তবায়ন করতে চাই, যাতে তিনি বলেন—

العصر

"কিন্তু তারা নয়, যারা ঈম ান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দে য়।" [সূরা আল-আসর. ৩]

আর আমাদের নবী, হাবীব, ই মাম ও আদ র্শ মুহাম্মাদ সালালাহু 'আলাইহি ওয় াসালামের সে নির্দেশের অনুসরণ করনার্ থে, যাতে তি নি এরশাদ করেছেন :

.

"পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, দয়া, করুণা ও অনুকম্পার ক্ষে ত্রে মোমিনদের উদাহরণ এক দেহের মত, যখন এর কোন একটি অংশ ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তখন গোটা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।"[১] রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম আরো এরশাদ করেছেন.

.

"একজন মোমিন অপর মোমিন ব্যক্তির জ ন্য প্রাসাদতুল্য, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।"[২]

প্রিয় হাজি ভাই!

সুতরাং আপনার কাছে আমার অনু রোধ ও আশা, আপ নি আপনার প্রতি আন্তরিক এ ভাইয়ের নির্দেশনাগুলো গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন। আশা করি আল াহ্ তা'আলা এর ম াধ্যমে আপনাকে উপকৃত করবেন।

লেখক
ইয়াহ্ইয়া ইবনে ইব্‌রাহীম আল-ইয়াহ্ইয়া

---

[১]. বুখারী-১০/৩৬৭, মুসলিম-২৫৮৬ নু'মান ইবনে বাশির হতে বর্ণনা করেছেন।
[২]. বুখারী-৫/৭২,মুসলিম-২৫৮৫ আবু মুসা আল-আশ'আরী হতে বর্ণনা করেছেন।

প্রিয় পাঠক !

নিশ্চয়ই এই পুণ্য ভূমিতে আপনি এসেছেন একটি মহান দ ায়িত্ব পালন করার লক্ষ্যে। এই দেশের একজন নাগরিক সর্বোপ রি একজন মুসলমান হি সবে আ পনাকে আ মি স উদি আরবে,পবিত্র মক্কা-মদিনায় স্বাগত জানাচ্ছি। যে মহান লক্ষ্য নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন তা সফল এব ং সার্থক ভাবে সম্ পন্ন হোক—আন্ত রিকভাবে আমি এটা কামনা কি র। সে লক্ষ্যে নিম্নে আমি আপনার উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রে ম কিছু বিনীত নির্দেশনা উপস্থিত করছি। এগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখ বেন। আ শা কি র, ই নশাআলাহ, আপনার হজ সফল ও সার্থক হবে।

প্রথম নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক !

কি জন্য আপনি এই দেশে এসেছেন—আপনার প্রথম কর্তব্য সারাক্ষণ সে সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকা। ভুলে যাবেন না আপনি এসেছেন, প্র ধানত, একটি মহ ান দায়িত্ব অর্থাৎ হজ আদায় করা র জন্য। মনে রাখবেন হজ ইসলা মের অন্যতম প্র ধান এ বাদত এ বং হজসহ ইসলামের যাবতীয় এবাদ ত সার্থ ক, আল াহর নিকট মকবুল এবং প্রতিদানযোগ্য হওয়ার জন্য আবেদকে অনিবার্যভাবে যে শর্তগুলো পূর্ণ করতে হয় তা হচ্ছে—

প্রথমত: নি য়ত ও সং কল্পকে বি শুদ্ধ কর া । অ র্থাৎ এ কমাত্র আলাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি এই এবাদত পালন করছি—সর্বদা মনে এ ই সংকল্প জাগরূক রাখা। পবিত্র কোরা ন আল াহ তা'আলা এরশাদ করেছেন :

“আর তাদেরকে কেবলমাত্র আল াহর জন্য দ্বীনকে নিরঙ্কুশ করে ইবাদত করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।” [সূরা আল-বাইয়্যেনাহ : ৫]

দ্বিতীয়ত: এবাদত আদায় করা রাসূল সাল ালাহু আলাইহি ওয়াসালামের সুন্নত ও নি র্দশনা অনুসারে হতে হবে। যা রাসূলের সুন্নতের বিবেচনায় সঠিক—এক মাত্র সেই আচরণই এবাদত হিসেবে স্বীকৃত হবে। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন :

"যে এমন কাজ করল যাতে আমাদের অনুমোদন নেই তা প্রত্যাখ্যাত।"[৩] অর্থাৎ, ইসলামের বিবেচনায় তা স্বীকৃত এবং গ্রহণযোগ্য নয়।

সুতরাং একজন আন্তরিক আবেদ হিসেবে যে বিষয়ে আপনাকে সবচেয়ে বেশি সতর্ক ও মনোযোগী হতে হবে তা হচ্ছে আপনার এবাদত গ্রাহ্য হচেছ না প্রত্যাখ্যাত। হজ সম্পর্কে রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে—

.

"তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধানসমূহ নাও।"[৪] অর্থাৎ, আমি কীভাবে হজ আদায় করেছি তা জানো এবং সে অনুসারে আমল করো। বেদআত করো না। অর্থাৎ নিজেরা নতুন কোন পদ্ধতির উদ্ভাবন কর না। যে ব্যক্তি হজের মাধ্যমে আলাহর সন্তুষ্টি ও মহব্বত লাভ করতে চায় তার জন্য হজ আদায়ের সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে হজ আদায় করা। আলাহ তা'আলা বলেছেন .

"বলুন, যদি তোমরা আলাহকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, আলাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করবেন।" [সূরা আলে-ইমরান. ৩১]৷

প্রিয় পাঠক !

সুতরাং আপনার কর্তব্য হচ্ছে, হজ শুরু করার পূর্বেই, হজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে হজের বিধানাবলি এবং

---

[৩]. বুখারী (৫/২২১), মুসলিম ১৭১৮, আয়েশা রাদিয়ালাহু 'আনহা হতে বর্ণনা করেছেন।
[৪]. মুসলিম ১২১৮, আবু দাউদ ১৯৭০, জাবের রাদিয়ালাহু 'আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

পালন-পদ্ধতি জেনে নেওয়া। এখানে আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে হজ ও ওমরার বিধান ও আদায়-পদ্ধতি আলোচনা করছি। এগুলো অনুসরণ করবেন এবং অবশ্যই এই সম্পর্কে বিশদ লেখা ও আলোচনাগুলোও পড়বেন।

ওমরা আদায়-পদ্ধতি

১. মীকাতে পৌঁছে যদি সম্ভব হয় তাহলে যেভাবে ফরজ গোসল আদায় করেন সে পদ্ধতিতে গোসল করে নেবেন। সাথে উত্তম কোন সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করবেন। অতঃপর ইহ্‌রামের কাপড় পরবেন। পুরুষদের এহরামের কাপড় ২টি সাদা চাদর। মহিলারা পছন্দ মত যে কোন ধরনের পোশাক পরতে পারেন। তবে তা সাজগোজে ও পুরুষালি পোশাক সদৃশ না হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতঃপর নিম্নোক্ত 'তালবিয়া' পাঠ করে ওমরার ইহ্‌রাম করবেন.

(লাব্বাইকা উমরাতান)

অতঃপর সাধারণ 'তালবিয়া' পাঠ করবেন.

.

লাব্বায়েকা আলাহুম্মা লাব্বায়েক, লা ব্বায়েকা লা-শারিকালাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নেয়' মাতা লাকা, ওয়াল মুলক্, লা শারিকালাকা।

মনে রাখবেন মীকাত হতে ইহ্‌রাম করা ওয়াজিব। আপনি যদি হজ অথবা ওমরা পালনের জন্য মনস্থির করে থাকেন, তাহলে ইহ্‌রাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা আপনার জন্য বৈধ হবে না।

২. এহরাম বাধার সাথে সাথে আপনার উপর নিম্নোক্ত বিষয়গুলো হারাম হয়ে যাবে:

ক. শরীরের যে কোন ধরনের লোম বা চুল কাটা। আলাহ তা'আলা বলেছেন.

"আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করো না যতক্ষণ পর্যন্ত হাদী (হজের কুরবানি) যথ াস্থানে না পৌঁছাবে।" [সূরা আল- বাকারা. ১৯৬]

খ. শরীরে, পোশাক-পরিচ্ছেদে ও খাদ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা। কারণ, আদায় কালে সাওয়ারী থে কে পড়ে এক ব্যক্তি মারা গেলে রাসূল তার সম্পর্কে বলেছিলেন :

"তোমরা তাকে সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথা ঢেকে দিয়ো না।"[৫]

মুহরিমের জন্য এমন পোশাক পরিধান করা জায়েজ নেই যাতে সুগন্ধি লাগানো হয়েছে কিংবা যাতে ও রাস-জাফরান এই জাতীয় সুগন্ধিযুক্ত কোন কিছু ব্যবহার করা হয়েছে।

গ. স্ত্রী সহবাস করা। মুহরিমের জন্য এটাই কঠোরতম নিষিদ্ধ কাজ। প্রথম 'তাহালুল' (হালাল হওয়া)- এর পূর্বে কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তার হজ বাতিল হয়ে যাবে। এর জন্য তাকে একটি উট জবেহ করতে হবে এবং পরবর্তী বছর পুনরায় হজ আদায় করতে হবে।

অনুরূপভাবে মুহরিমের উপর 'সহবাস সংক্রান্ত' কর্মগুলোও হারাম। যেমন কাম-ভাবন নিয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরা, চুমো দেওয়া কিংবা যোনি এড়িয়ে সংগম করা ইত্যাদি।

ঘ. মুহরিমের জন্য বিবাহের আক্দ করাও হারাম। মুহ্‌রিম বিয়ে করতে পারবে না এবং কাউকে বিয়ে দিতেও পারবে না। কারণ রাসূল

[৫]. বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন. "মুহ্‌রিম ব্যক্তি বিয়ে করবে না, অন্যকে বিয়ে দেবে না এবং বিয়ের প্রস্তাব পেশ করবে না।"[৬]

ঙ. বিশেষ করে পুরুষদের জন্য সেলাই করা কাপড় পরা হারাম। সেলাই করা কাপড় বলতে বুঝায় যা শরীরের মাপ অনুযায়ী তৈরি করা হয়। যেমন পাঞ্জাবি, জামা অথবা শরীরের কোন অংশের পরিমাপে তৈরি করা হয় যেমন, গেঞ্জি, পায়জামা। পুরুষদের উপর অনুরূপভাবে মাথার সাথে জুড়ে থাকে যেমন- পাগড়ি, টুপি ইত্যাদি দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা হারাম।

চ. মুহ্‌রিম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য স্থলচর প্রাণী শিকার করা, শিকারে সাহায্য করা এবং শিকারকে তার স্থান থেকে তাড়ানো হারাম।

ছ. যা মুখ ঢেকে রাখে—মহিলাদের জন্য এমন নেকাব ব্যবহার করা হারাম। হাত মোজা ব্যবহার করাও মহিলাদের জন্য হারাম। কারণ রাসূল বলেছেন : "মুহ্‌রিম নারী নেকাব পরবে না এবং হাত মোজা পরিধান করবে না।"[৭]

তবে মুহ্‌রিম নারী যদি বেগানা পুরুষদের সামনে পড়ে যায় সে তার মুখমণ্ডল ঢেকে দেবে। যেহেতু আয়েশা রাদিয়ালাহু 'আনহা বলেন: "হাজিদের দলগুলো আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতেন। আর আমরা রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের সাথে ছিলাম তারা যখন আমাদের পাশাপাশি চলে আসতো, আমাদের মহিলারা তাদের মাথা হতে পরদার আচ্ছাদন তাদের মুখের উপর নামিয়ে দিতেন, [মুখ ঢেকে নিতেন] আর তারা আমাদের অতিক্রম করে গেলে আমরা তা খুলে ফেলতাম।"[৮]

[৬]. মুসলিম (১৪০৯) বর্ণনা করেছেন।
[৭]. বুখারী (১৮৩৮) বর্ণনা করেছেন।
[৮]. আবু দাউদ (১৫৬২)ও ইবনে মাজাহ (২৯২৬) আহমাদ ২২৮৯৪নং এ বর্ণনা করছেন।

৩. অতঃপর মক্কা পৌঁছে কাবা ঘরের তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করবেন। যখন মক্কায় পৌঁছোবেন তখন কাবা ঘরের চারদিকে সাত চক্কর তাওয়াফ করবেন। হজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করবেন এবং হজরে আসওয়াদে গিয়ে এক চক্কর শেষ করবেন। অতঃপর মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে অথবা কাছাকাছি যেকোনো স্থানে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবেন।

৪. দু'রাকাত সালাত আদায়ের পর সাফা পাহাড়ে যাবেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার সাঈ করবেন। এটা হবে ওমরার সাঈ, আর তা শুরু হবে সাফা পাহাড় হতে এবং শেষ হবে মারওয়া পাহাড়ে। সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত একবার আবার মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত একবার, এভাবে সাতবার সাঈ করতে হবে। মারওয়াতে গিয়ে সাঈ শেষ হবে।

৫. সাঈ শেষ করার পর সম্পূর্ণ মাথা মুণ্ডন করবেন, অথবা চুল ছোট করবেন। তবে মুণ্ডন ই উত্তম। এর মাধ্যমে মই আপনার 'ওমরা শেষ হবে। এবং আপনার জন্য বৈধ হবে ইহ্‌রাম থেকে হালাল হয়ে স্বাভাবিক পোশাক পরিধান করা।

৬. আর যদি আপনি শুধু মাত্র হজের ইচ্ছা করে থাকেন তাহলে মীকাত হতে 'ওমরার পরিবর্তে হজের নিয়ত করবেন এবং বলবেন:

(লাব্বায়কা হাজ্জান)।

অতঃপর ১০ জিলহজ, জামরায়ে আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করতে থাকবেন। আলাহর ঘরে পৌঁছে কা'বাকে ঘিরে সাত বার চক্কর দিয়ে 'তাওয়াফ কুদুম' আদায় করবেন। আর যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করে থাকেন তাহলে এ সাঈ আপনার হজের সাঈ হিসাবে যথেষ্ট হয়ে যাবে। মাথার চুল মুণ্ডন -কর্তন কোনোটাই করবেন না। ঈদের দিন (১০ জিলহজ) প্রাথমিক হালাল হওয়ার আগ পর্যন্ত ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবেন।

৭. আর যদি হজ এবং ওমরা উভয়টা একত্রিত করে 'কেরান' হজ করতে চান তাহলে মীকাত হতে ইহ্‌রাম করার সময় এভাবে বলবেন:

(লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান)

অতঃপর জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত বেশি বেশি করে তালবিয়া পড়বেন এবং শুধু হজ পালনকারী মুফরিদ যেভাবে হজের কাজ সম্পন্ন করে সেভাবে বাকি কাজ সম্পন্ন করবেন।

হজের কার্যাবলী

১. যদি তামাত্তু হজ করার ইচ্ছে করে থাকেন তাহলে জিলহজ মাসের আট তারিখ মধ্যাহ্নের আগেই মক্কায় যেখানে অবস্থান করেন সেখান থেকেই হজের ইহ্‌রাম করে নেবেন। সম্ভব হলে গোসল করে নেবেন। অতঃপর ইহ্‌রামের কাপড় পরে নিম্নোক্ত 'তালবিয়া' পাঠ করবেন : (লাব্বায়কা হাজ্জান)

এ দিন থেকে জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা আপনার অন্যতম কাজ হবে।

২. এরপর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। মিনায় অবস্থানকালে যোহর, আসর এবং ইশা দু'রাকাত করে আদায় করবেন। মাগরিব তিন রাকাতই পড়বেন। তবে সব সালাতই আদায় করবেন সুনির্ধারিত সময়ে।

৩. নয় তারিখ আরাফার দিন যখন সূর্য উদিত হবে, তখন তালবিয়া পাঠ করতে করতে আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন। সেখানে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করবেন। এক আজানে, দু'একামতে যোহর দু'রাকাত ও আসর

দু'রাকাত পড়বেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করবেন। কেবলামুখী হয়ে এখানে বেশি বেশি দো'আ ও জিকির করবেন।

প্রিয় পাঠক !

এই সময় আপনি আরাফার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আছেন কি না, তা নিশ্চিত হয়ে নেবেন। এই ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকবেন এবং কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার সীমা থেকে বের হবেন না।

৫. যখন সূর্য সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হবে তখন আরাফা থেকে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে রওয়ানা করবেন। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও ইশা একত্রে এক আজানে ও দু'একামাতে আদায় করবেন। মাগরিব তিন রাকাত এবং ঈশা দু'রাকাত পড়বেন। সেখানেই ফজরের সালাত আদায় করবেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে দোয়া ও জিকিরে রত থাকবেন।

৬. সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে মুযদালিফা থেকে তালবিয়া পাঠ করতে করতে মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। মিনায় পৌঁছে ঐ দিন নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পন্ন করবেন.

ক. জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। মক্কা হতে এটা সবচেয়ে নিকটবর্তী জামরা। এতে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কঙ্কর যাতে হাউজের মধ্যে পড়ে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন।

খ. হাদী জবেহ করবেন। তার গোশত নিজেও খাবেন এবং ফকির মিসকিনদের মাঝে সাদকাহ করবেন।

তামাত্তু ও কিরান হজ সম্পাদনকারীর উপর হাদী জবেহ করা ওয়াজিব। তবে যদি সম্ভব না হয় তাহলে হজের মধ্যে তিনটি ও পরিবার পরিজনের কাছে

ফিরে গিয়ে সাতটি রোজা রাখবেন। এই ভাবে হাদীর বিকল্প হিসেবে আপনাকে দশটি রোজা রাখতে হবে।

গ. মাথার চুল কামাবেন অথবা ছোট করবেন। তবে কামানোই উত্তম। মুহ্‌রিম নারী শুধুমাত্র আঙুলের এক কর পরিমাণ চুল ছোট করবেন।

এই কাজগুলো সম্পাদন করার ক্ষেত্রে, সম্ভব হলে, ধারাবাহিকতা রক্ষা করবেন। অর্থাৎ প্রথমে কঙ্কর নিক্ষেপ তারপর জবেহ অতঃপর চুল কামানো। তবে এ ধারাক্রম রক্ষা না করলে বিশেষ কোন অসুবিধা নেই। রমি ও হলক অথবা কসরের পর আপনি প্রাথমিকভাবে হালাল হয়ে যাবেন। এখন আপনি স্বাভাবিক পোশাক পরতে পারবেন এবং স্ত্রী সহবাস ব্যতীত ইহ্‌রামের কারণে নিষিদ্ধ সকল কাজ পুনরায় আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

৭. অতঃপর বায়তুল্লায় যাবেন। যদি আপনি তামাত্তুহাজি হয়ে থাকেন তাহলে সেখানে গিয়ে তাওয়াফে ইফাদা বা হজের তাওয়াফ পালন করবেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে হজের সাঈ আদায় করবেন। এবার আপনি সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে যাবেন এবং ইহ্‌রামের কারণে নিষিদ্ধ সকল কাজ পুনরায় আপনার জন্য হালাল হয়ে যাবে, এমনকি স্ত্রী সহবাসও হালাল হয়ে যাবে।

৮. আপনি যদি কিরানকারী অথবা ইফরাদ হজকারী হয়ে থাকেন তাহলে আল্লাহর ঘরে সাতবার তাওয়াফ করবেন। আর তাওয়াফে কুদুমের সাথে যদি সাঈ না করে থাকেন তাহলে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবেন।

৯. অতঃপর তাওয়াফ ও সাঈ করে মিনায় ফিরে যাবেন। এবং এগারো ও বার তারিখের রাত মিনায় যাপন করবেন।

১০. এগারো ও বার তারিখে সূর্য হেলে যাওয়ার পর তিন জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রথমটি থেকে অর্থাৎ মক্কার দিক হতে সর্বশেষটি থেকে নিক্ষেপ শুরু করবেন। এরপর মধ্যবর্তীটি এরপর জামরায়ে আকাবায়। প্রত্যেকটিতে পরপর সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবেন। প্রথম ও দ্বিতীয়টির পর

কেবলামুখী হয়ে আলাহর কাছে দো'আ করা মুস্তাহাব। এ দু ইদিন সূর্য হেলে যাওয়ার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা বৈধ নয় এবং তা করলে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব আদায় হবে না।

১১. বার তারিখ রমি করার পর ইচ্ছে করলে মিনা থেকে সূর্যাস্তের পূর্বেই প্রস্থান করতে পারবেন। আর যদি ইচ্ছে করেন সেখানে থেকে যেতে পারেন। মনে রাখবেন থেকে যাওয়াট াই উত্তম। যদি থেকে যান তাহে ল ১৩ তারিখ সেখানেই রাত্রিযাপন করবেন এবং ঐ দিন সূর্য হেলে যাওয়ার পর ১২ তারিখের ন্যায় সবগুলো জামারায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবেন।

১২. এরপর আপনি যদি দেশে অথ বা গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করে ন তাহলে ম ক্কা থে কে বের হওয়ার আে গ সাত চক্কর আলাহর ঘরের বিদায়ি তাওয়াফ করে নেবেন। ঋতুবতী ও প্রসব-স্রাব আক্রান্ত নারীর বিদায়ি তাওয়াফ নেই।[৯]

মদিনা শরীফ জিয়ারত

সম্মানিত পাঠক !

হজ মৌসুম কিংবা অন্য যে কোন সময় মসজিদে নববী জিয়ারত করা বৈধ। নবী সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল াম হ াদিসে এরশাদ করেছেন: "আমার এ মস জিদ, মক্কার মস জিদুল হা রাম ও মস জিদুল আকসা—এই তিনটি মসজিদ ব্যতীত আর কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে (জিয়ারত, সম্মান ও ফজিলত লাভের আশায়) ভ্রমণ করো না।"[১০]

সম্মানিত পাঠক ! আ লাহ তা'আলার হে ফাজত ও নিরাপত্তায় যখন আপনি মদিনা শরীফে এসে পৌঁছোবেন প্রথমেই মসজিদে হাজির হয়ে সালাত আদায় করবেন। কেননা এ মসজিদে সালাত আদায় করা

[৯]. কিভাবে হজ্জ এবং উমরা আদায় করবেনএ নামে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উসাইমানের লিফলেট দ্রষ্টব্য।

[১০]. বুখারী (২-৭৬) ও মুসলিম (৪-১২৫) বর্ণনা করেছেন।

অন্য মসজিদে এক হাজার সালাত আদায়ের মর্যাদা সম্পন্ন। রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন: "আম ার মসজিদে এক ওয়াক্ত সালাত (মক্কার) মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কে ান মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করা অপেক্ষা উত্তম।"[১১]

তারপর রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম, আবু বকর ও উমর রাদিয়ালাহু আনহুমার কবরের সামনে গিয়ে সালাম দেবেন।

মদিনায় মসজিদে কুবা জিয়ারত করাও সুন্নত। এখানে নামাজ পড়বেন। নবী সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি নিজ ঘর থেকে বের হয়ে এই মসজিদ অর্থাৎ, মসজিদে কুবায় আগমন করবে এবং এতে সালাত আ দায় করবে তাতে সে একটি ওমরা আদায়ের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করবে।।"[১২]

বাকি' কবরস্থান ও উহুদে র শহীদ দের কবরস্থান ি জয়ারত করবেন। সেখানে তাদের জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার করবেন। কেননা নবী সাল ালাহু 'আলাই হি ও য়াসালাম বাকি কবরস্থান ও উহুদে র শহীদদের স্থানে আসতে ন এবং কব রবাসীদের জন্য এ ভাবে দো'আ করতেন:

"আপনাদের প্রতি সালাম হে কবর-বাসী মোমিন ও ম ুসলিম! আমরাও আলাহর ইচ্ছায় আপনাদের সাথে মিলিত হব।"[১৩]

আলাহ তা'আলা আপনাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। পবিত্র মদিনা শরীফে এসব স্থান হচ্ছে আপনার জন্য জিয়ারতের বৈধ স্থা ন। এ ছাড়া অন্য কোন স্থানে জিয়ারত করা, সালাত আদায় করা, কিছুই সুন্নত সম্মত নয়। কেননা যদি তা আম াদের জন্য সওয়াবের কাজ হত এবং কল্যাণকর হত তা হলে আমাদের

[১১]. বুখারী (৩-৪৯) ও মুসলিম (৪-১২৩) বর্ণনা করেছেন।

[১২]. বুখারী (৯৩-৪৯),ও মুসলিম(৪-১২৩) বর্ণনা করেছেন।

[১৩]. মুসলিম(২-৬৭১) ও আহমাদ (৬-২২১) বর্ণনা করেছেন।

হাবীব ও নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তা করতে নির্দেশ করতেন। কেননা আমরা সবাই এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আমাদের নিকট রিসালত পৌঁছিয়েছেন, আমানত আদায় করেছেন, উম্মতের কল্যাণ কামনা করেছেন এবং আমাদেরকে এমন একটি উজ্জ্বল ও শুভ্র শরিয়তের উপর রেখে গেছেন যার সকল বিষয় দিবালোকের মত, দুর্ভাগারাই শুধু তা থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন ও নেয়ামত পরিপূর্ণ করা পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যু দান করেননি। সুতরাং আমার রবের সকল দয়া, প্রশান্তি ও প্রাচুর্য তাঁর প্রতি, তাঁর পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবিদের প্রতি বর্ষিত হোক।

দ্বিতীয় নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক !

হজের কার্যাবলীতে আমরা অনেকেই নানা ধরনের ভুল করে থাকি। এর কোনটি আমাদের না জানার কারণে, আর কোনটি আমাদের অসচেতনতা বা অবহেলার কারণে হয়ে থাকে। এখানে আমি সেই সব ভুল ও বিচ্যুতিগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এই গুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। ইনশাআল্লাহ তাহলে আপনার হজ নির্ভুল হবে।

এক : ইহ্‌রামের সাথে সংশ্লিষ্ট ভুলসমূহ

১. মীকাত থেকে ইহ্‌রাম না বাঁধা।

২. ইহ্‌রামের কাপড় পালটানো যাবে না-এ ধারণা পোষণ করা। প্রকৃতপক্ষে ইহ্‌রামের কাপড় যখন ইচ্ছা তখন পালটানো যাবে।

৩. ইহ্‌রামের শুরু থেকে ইজত্বেবা করা। (ইজত্বেবা মানে - ডান কাঁধ খোলা রেখে ডান বগলের নীচ দিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর ইহ্‌রামের চাদর ফেলে দেয়া।) অথচ শুধু মাত্র তাওয়াফের সময় ইজত্বেবা করা সুন্নত। তাও যদি সেটি তাওয়াফে কুদুম হয়। (তাওয়াফে কুদুমকে বাংলায় আগমনি-তাওয়াফ বলা যেতে পারে।)

৪. ইহ্‌রামের জন্য বিশেষ কোন নামাজ পড়াকে ওয়াজিব মনে করা।

দুই: মীকাত থেকে মসজিদে হারামে পৌঁছার পূর্বে যেসব ভুল হয়ে থাকে

১. তালবিয়া না পড়ে অন্য কথা-আলোচনায় জড়িয়ে থাকা। এমনকি কেউ কেউ গুনার কাজে লিপ্ত হতেও লজ্জাবোধ করেন না। যেমন- গান শোনা।

২. সমস্বরে তালবিয়া পড়া।

তিন : মসজিদে হারামে প্রবেশ সংক্রান্ত নানা গলদ

১. নির্ধারিত কোন দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করাকে বাধ্যতামূলক মনে করা। এমনও দেখা যায় যে বাব ফাত্‌হ খুঁজতে খুঁজতে অনেক হাজি ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েন। অথচ এ বিষয়টিকে এত কঠিনভাবে নেয়া ঠিক নয়। বরং আপনি সুবিধা মত যে কোন দরজা দিয়ে হারামে প্রবেশ করতে পারেন। তবে বাব 'বনী শায়বা' দিয়ে প্রবেশ করতে পারলে ভাল। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন।[১৪]

২. কিছু কিছু দো'আকে হারামে প্রবেশের বিশেষ দো'আ বলে মনে করা। প্রকৃতপক্ষে হারামে প্রবেশের বিশেষ কোন দো'আ

[১৪]. মুগনী (৫/২১০)

নেই। রাসূল সাল াল্লাহু 'আলাইহি ওয় াসালাম অ ন্যান্য ম সজিদে প্রবেশকালে যে দে া'আ পড়তে ন হারামে প্রবেশ কালেও একই দো'আ পড়েছেন। আর তা হল,

"আল াহর নামে শুরু করছি। রাসূলের প্রতি আলাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল াহ, আমার গুনাহ খ াতা মাফ করে দিন, আমার জন্য আপনার রহমতের দুয়ার খুলে দিন।"[১৫]

চার : তাওয়াফ সংক্রান্ত নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি

১. নিয়ত মুখে উ চ্চারণ ক রা। যেমন, কাউকে বলতে শোনা যায়-( )

"হে অ াল্লাহ, আমি সাতবার কাব া শ রীফ তাওয়াফ করার নিয় ত করছি।" এ ধ রনের ে কান নি য়ত ন া র াসূল সা লালাহু 'আলাই হি ওয়াসালাম ে থকে বর্ণিত হয়েছে , আর না সাহাবায়ে কে রাম থে কে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, শুধু অন্তরে নিয়ত করাই যথেষ্ট।

২. ঠিক হজরে আ াসওয়াদের সী মানা থেকে তা ওয়াফ শুরু না করা। সীমানায় পৌঁছার আগে তাওয়াফের নিয়ত করা যেমন ঠিক ন য়, তেমনি সীমানা পার হয়ে তাওয়া ফ শুরু ক রলে সে চক্কর বা তিল বলে পরিগণিত হবে।

৩. হজরে আসওয়াদে চুম া দেয়ার জন্য বা রুকনে ই য়ামানী স্পর্শ করার জন্য স্থান দ্বয়ে প্রচণ্ড ভিড় করা। ভিড় সৃষ্টি করে মানুষকে কষ্ট দেয়া কোন ভাবেই জায়েজ হতে পারে না।

[১৫]. আবু দাউদ (হাঃ ৪৬৫) আবু আসিদ আনসারী থেকে, এবং তিরমিজী (হা:৩১৪) ও ইবনু মাজাহ (হা:৭৭১) ফাতেমা থেকে বর্ণনা করেছেন।

৪. হজরে আসওয়াদ চুম্বন না কর লে তাওয়াফ আদায় হবে না — এই ধারণা ঠিক নয়। এই প াথরটিকে চুম্বন করা সুন্নত মাত্র, যা আদায় না করলে ফরজের কোন ক্ষতি হয় না।

৫. রুকনে ইয়ামানীতে চুমা দেয়া । অথচ সুন্নত হল শুধু স্পর্শ করা।

৬. তাওয়াফের সকল চক্করে রমল করা। (রমল মানে- ছোট ছোট পা ফেলে দ্রুত হাঁটা) অথচ সুন্নত হল শুধু প্রথম তিন চক্করে র মল করা। তাও শুধু পুরুষের জন্য।

৭. প্রত্যেক চক্করের জন্য কোন একটি দো'আকে খাস করে নেয়া। কোন কোন তাওয়াফকারী তো একটা দো'আর বই সাথে রাখেন, আর অর্থ না বুঝে তোতা পা খির মত বইয়ের দে া'আগুলো আওড়িয়ে যান-এটা আরো জঘন্য বেদআত।

৮. হিজ্‌র বা হাতীমে র ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করা। যেহেতু হাতীম কাবার ভিটার অংশ বিশেষ, এ কারণে হাতীমের ভেতর দিয়ে তাওয়াফ করলে পূর্ণ কাবা র তাওয়াফ করা হবে না বিধায় তাওয়াফ বাতিল বলে পরিগণিত হবে।

৯. তাওয়াফের সময় কাবাকে বা ম না রাখ া। যেমন, কে উ কে উ তাদের সাথের মহিলাদেরকে ভিড় ে থকে ম ুক্ত রাখার জ ন্য কয়েকজন মিলে মানববন্ধন তৈরি করে। এটা করতে গিয়ে কাবা শরীফ হয়তো তাদের কারো সামে ন থাকে, কারো পিছনে থাকে, আবার কারো ডানে থাকে। অথচ এভাবে তাওয়াফ করলে আদায় না হওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে। যেহেতু তাওয়াফের অন্যতম শর্ত হল কাবাকে বামে রাখা।

১০. রোকনে ইয়ামানীর মত কাবার অন্যান্য স্তম্ভগুলোকেও স্পর্শ করা।

১১. এত উ চ্চঃস্বরে ে দা'আ পড়া যাতে একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে যা আল াহর ঘরের গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করে এবং তাওয়াফরত হাজিদের বিরক্ত করে। ি নশ্চয়ই ই বাদতের ম ধ্যে কাউকে কষ্ট দেয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

১২. কারো কারো ধারণা তাওয়াফের দু'রাকাত সুন্নত সাল াত 'মাকামের' সন্নিকটে না হলেই নয়। এজন্য তিনি তাওয়াফের স্থান সংকীর্ণ করে মানুষকে কষ্ট দেন।
১৩. এ দু'রাকাত সালাত অত্যন্ত দীর্ঘ করা। এটি সুন্নাহ্ বিরোধী কাজ। রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এ সালাতটি অত্যন্ত সংক্ষেপে আদায় করতেন। সুতরাং সালাতটি দীর্ঘ করে অন্যকে ব ঞ্চিত করা, মানুষকে কষ্ট দেয়া সুন্নত সম্মত হতে পারে না।
১৪. 'মাকামে ইব্রাহীমের' কা ছে পড়ার জন্য কোন একটি দো'আকে খাস করে নেয়া। আর যদি এ দো' আ হয় সম্মি লিতভাবে তাতো আরো জঘন্য-গর্হিত কাজ।
১৫. 'মাকামে ইব্রাহীম' হাত দি য়ে স্পর্শ করা। কারণ রাসূল সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম থেকে এ ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

পাঁচ : সা'ঈ সংক্রান্ত ভুলসম

১. নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা। অথচ নিয়ত করতে হবে অন্তরে।
২. পুরুষ ব্যক্তি দুই দাগের মাঝখানে না দৌড়োনো।
৩. এর বিপরীতে- সাফা থেকে মারওয়া পুরা পথটাই দৌড়ে পার হয় অনেকে। যা অনেকগুলো ভুল-অমঙ্গল তৈ রি করে - সুন্নাহর বিরোধিতা, নিজেকে হয়রান করা, অন্যদের সাথে ধা ক্কাধাক্কি করে তাদেরকে কষ্ট দেয়া। আর কেউ কেউ ইবাদত থেকে তাড়াতাড়ি খালাস পাওয়ার জন্য এ কাজ করে থাকেন তা আরো বেশি গর্হিত হবে। কারণ এটা ইবাদতের প ্রতি অনীহার বি হঃপ্রকাশ, যা মারাত্মক গুনাহ। বরঞ্চ ইবাদত আদায় করতে হবে পরিপূর্ণ আন্ত রিকতার সাথে, আনন্দ ও প্রফুলচিত্তে।
৪. প্রতিবার সাফা ও মারও য়ায় আরোহণ কালে নি ম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করা।

৫.

অথচ আয়াতটি তিল াওয়াত করার কথা শুধু প্রথমবার সাফায় আরোহণ কালে। কারণ আল াহ তা'আল া আয়াতে কারীমাতে যে পাহাড়কে আগে উলে খ করেছেন সে পাহাড় থেকে তাওয়া ফ শুরু করতে হবে এ কথা জানানোর জন্য রাসূল সাল ালাহু 'আল াইহি ওয়াসালাম সাফাতে উঠাকালে বলেন: "আলাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন আমিও তা দিয়ে শুরু করছি:

"নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আলাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেউ কা'বা গৃহের হজ কিংবা 'ওমরা সম্প ন্ন করে এ দুইটির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন পাপ নেই। আর কেউ স্ব তঃস্ফূর্ত সৎকার্য করলে আলাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ।" [সূরা আল-বাকারা. ১৫৮]

৬. প্রতি চক্কর সা'ঈর জন্য আল াদা আলাদা দো'আ খাস করে নেয়া।

৭. মারওয়া থেকে সা'ঈ শুরু করা।

৮. সাফা থেকে পুনরায় সাফা আসাকে এক চক্কর হিসাব করা। প্রকৃতপক্ষে তখন সা'ঈ হয়ে যাবে চৌদ্দ চক্কর।

৯. নফল তাওয়াফের মত নফল সা'ঈ করা। মূলত হজ বা ওমরা আদায়ের পর আর কোন সা'ঈ নেই।

ছয় : মাথা মুড়ানো বা চুল কাটা সংক্রান্ত ভ্রান্তিসমূহমাথার কিছু অংশ কামানো।

১. মাথার একদিকের কয়েকটি চুল কাটা।

২.

"তোমাদের কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে আর কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে।" আয়াতের বিধানের বিরোধিতা।

৩. 'ওমরা আদায়কারী মাথা কামানো বা চুল কাটার আগেই ই হ্রামের কাপড় খুলে ফেলা।

সাত : জিলহজের আট তারিখে লোকেরা যে সকল ভুল করেন

১. ইহ্রামের আগে দু'রাকাত না মাজ পড়াকে ওয়াজিব মনে করা। অনুরূপ ভাবে নতুন কাপড়ে ইহ্রাম করাকে ওয়াজিব মনে করা।

২. ইহ্রামের পর পরই ইজত্বেবা করে ফেলা। অথচ ইজত্বেবা করতে হয় শুধুমাত্র তাওয়াফে কুদুমে।[১৬]

৩. যে কাপড় পরে 'ওমরা আদায় করা হয়েছে সে কাপড়ে হজের ইহ্রাম বাধা যাবে না মনে করা।

৪. মিনা যাওয়ার পথে শব্দ করে তালবিয়া না পড়া।

৫. অনেকে মক্কা থেকে সরাসরি আরাফায় চলে যান। এটা সুন্নতের খেলাফ।

৬. মিনায় না এসে মক্কায় থেকে যাওয়া।

৭. মিনাতে দুই ওয়াক্তের নামাজ একত্রে এক ওয়াক্তে আদায় করতে হবে মনে করা। (যোহর ও আসর একত্রে, এবং আসর ও মাগরিব একত্রে।)

৮. মিনাতে কসর না পড়ে পূর্ণ নামাজ আদায় করা।

আট : আরাফায় গমন ও অবস্থান সংশিষ্ট ভুল

১. আরাফা ত্যাগের সময় সশব্দে তালবিয়া না পড়া।

২. সূর্য হেলে যাওয়ার পরও আরাফা-ময়দানের বাহিরে অবস্থান করা।

৩. কিবলা বাদ দিয়ে পাহাড়ের দিকে ফিরে দো'আ করা।

৪. পাহাড়ে অবস্থান করাকে ওয়াজিব মনে করা।

[১৬]. এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

৫. কারো কারো মাঝে এ ভুল ধারণা আছে যে, আরাফার মাঠ হারামের অংশ। অতএব আরাফা মাঠের গাছপালা কাটা যাবে না। এটা ভুল।

৬. কেউ কেউ মনে করেন জাবালে রহমতের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। এ জন্য পাহাড়ের ওপরে ওঠে নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন। গাছে সুতা বাঁধেন। এগুলো ভুল।

৭. সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফার ময়দান ত্যাগ করা।

৮. অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা। আর হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া তো আরো বড় অপরাধ। যেমন, ছবি উঠানো, অশ্লীল কথা-বার্তা বলা, গান-বাজনা শোনা, মানুষকে কষ্ট দেয়া।

নয় : মুযদালিফার পথে যেসব ভুল হয়ে থাকে

১. খুব দ্রুত চলা।

২. মুযদালিফার সীমানায় না ঢুকে রাত্রি যাপন করা।

৩. মুযদালিফা পৌঁছার আগে পথিমধ্যে মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করে ফেলা।

৪. যেখানেই হোক না কেন ওয়াক্তের মধ্যে ইশার নামাজ আদায় না করা। অনেকের গাড়ি রাস্তায় যানজটে পড়ার কারণে মুযদালিফা পৌঁছতে মধ্যরাতের পর বা ফজরের কাছাকাছি সময় হয়ে যায়। কিন্তু তারা মুযদালিফা না পৌঁছার কারণে নামাজ আদায় করে না। এটাতো তাদের মস্ত বড় ভুল। কারণ ওয়াক্ত পার হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে তাদের উচিত যেখানে সম্ভব সেখানে নামাজ পড়ে নেয়া।

৫. ওয়াক্তের আগে ফজর নামাজ পড়ে ফেলা। যেমন, সুবহে সাদেকের উদয় সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কাউকে আজান দিতে শুনেই নামাজ পড়ে ফেলা।

৬. রাত্রি থাকতেই মুযদালিফা ত্যাগ করা।

৭. এ-কথা সে-কথা বা গুনাহর কাজে রাত্রিটা বরবাদ করা।

৮. সূর্যোদয় পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা।

৯. মুযদালিফা থেকে পাথর সংগ্রহ করাকে ওয়াজিব মনে করা।

দশ : কঙ্কর নিক্ষেপ সংক্রান্ত বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি

রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম কঙ্কর নিক্ষেপের হেকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, " বায়তুলাহ্ তাওয়াফ, সাফা-মারওয়াতে সা'ঈ, কঙ্কর নিক্ষেপ এ সকল কিছুর উদ্দেশ্য হল আল াহ্‌র স্মরণ প্রতিষ্ঠি ত করা।[১৭] অতএব, নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সঠিক নয়-

১. কঙ্করগুলো ধৌত করা, সুগন্ধি লাগানো।

২. জামারাতগুলোকে শয়তান মনে করা। এ টি একটি ভুল ধারণা। বরঞ্চ আমরা কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে আল াহর জিকির প্রতিষ্ঠা করি,তার ইবাদত বাস্তবায়ন করি। লোকদের এ বদ-ধারণা থেকে যে কত সমস্যার উদ্ভব হয় তা বলা বাহুল্য। যেমন-

ক. তীব্র ক্রোধ ও প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতা নিয়ে এসে মানুষকে কষ্ট দেয়া।

খ. কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে যে একটা ইবাদত পালন করা হচ্ছে, সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল থাকা। বড় পাথর খণ্ড, কাঠ, জুতা ইত্যাদি ছুঁড়ে মারা। বলতে গেলে এ ভ্রান্ত ধারণা র কারণে শরিয়ত অনুমোদিত আমলটা শরিয়ত গর্হিত আম লে প রিণত হয়।

৩. পাথরগুলো পিলারের গায়ে লাগাকে আবশ্যক মনে করা। সঠিক হলো পাথরগুলো হাউজের ভিতরে পড়াই যথেষ্ট।

৪. নিজে কঙ্কর মারতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও অন্যকে দিয়ে মারানো।

৫. কঙ্করগুলো মুযদালিফা থেকেই নিতে হবে-এ ধারণা পোষণ করা। মূলত যে কোন স্থানের কঙ্কর হলেই চলবে।

[১৭]. হাদীসটি ইমাম আহমদ আয়েশা থেকে বর্ণনা করেন (হা:৬৪১৬), (হা:৭৫), (হা:১৩৯)। এছাড়াও ইবনু আবি শায়বা তার মুসান্নাফে (হা:৪৩৩), আবু দাউদ তার সুনানে (হা: ১৮৮৮), খতীব তার তারিখে (১১/৩১১), এবং খুজাইমা তার সহীহ্‌তে উলেখ করেন।

৬. জমরাতগুলোর মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা না করা। অর্থাৎ, কঙ্ক র মারতে হয় প্রথমে ছোট জমরাতে, তারপর মাঝারি, সবশেষে বড় জমরাত -এই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করা।

৭. নিক্ষেপের সময় শুরু হওয়ার অ াগেই কঙ্কর মে রে ফেলা। নিক্ষেপের সময় শুরু হয় সূর্য প শ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার পর মুহূর্ত থেকে।

৮. কঙ্কর সাতটার চেয়ে কম মারা।

৯. প্রথম ও দ্বিতীয় জমরাতে কঙ্কর মারার পর দুআ' না করা।

১০. শরিয়ত নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি ক ঙ্কর মারা। অ থবা এক জমরাতে একাধিক বার মারা।

এগারো : মিনাতে যে সকল ভুল হয়ে থাকে

১. কোন ও জর ছাড়াই ি মনাতে রাত্রি যাপন না করা। মিনা ে ত অবস্থানের মত জায়গা আছে, কি নাই এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ খোঁজ-খবর না নিয়ে, নিশ্চিত না হয়ে জায়গা নেই বলে মক্কায় বা আযীযিয়াতে রাত্রি কাটানো।

২. ১২ জিলহজ সূর্য পশ্চিমে ঢ লে পড়ার আগেই মি না থেকে বের হয়ে যাওয়া।[১৮]

প্রিয় দ্বীনি ভাই !

পরিশেষে বলতে চাই, একটা বিষয়ে হাজিদের অনেকেই যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেন না। তা হল- হালাল রুজি দিয়ে হজ্বব্রত পালন করা। অনেকেই হারাম উপার্জনের অর্থ ব্যয় করে হজ করে ত আসেন। অথচ তিনি ভুলে যান

.

[১৮] ইবনু উছাইমীনের المعتمر و الحاج في ميزان الخطأ و الصواب কিতাবে দেখুন।

“নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র। তিনি একমাত্র পবিত্রটাই গ্রহণ করেন।”[১৯]

আবার কাউকে কাউকে দেখা যায়, হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়া মাত্র পরিবার-পরিজনের জন্য যতসব হারাম জিনিস-পত্র কেনায় ব্যস্ত হয়ে যান। যেমন, গানের ক্যাসেট, সিডি, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র হাবিজাবি সব। নিঃসন্দেহে এ ধরনের কাজ আল্লাহর নেয়ামতের না-শুকরী এবং এতে হজ কবুল না হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। সুতরাং হালাল-রুজি দিয়ে হজ আদায় করুন, এবং পরিবার-পরিজনের জন্য এমন কিছু খরিদ করুন যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে উপকারে আসবে। যেমন, ভাল দ্বীনি বই, তিলাওয়াতের বা কোন ইসলামি আলোচনার ক্যাসেট।

তৃতীয় নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক !

আলাহ আপনাকে যাবতীয় গুনাহ থেকে হেফাজত করুন। মনে রাখবেন, শয়তান সবসময় মানুষকে ভ্রষ্ট করা এবং মন্দকে তাদের সামনে মোহনিয় করে উপস্থাপন করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকে। এ বিষয়ে পবিত্র কোরআনে শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিজ্ঞার কথা উলেখ করে এরশাদ হয়েছে :

“সে বলল আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী করে নিব।” [সূরা আন্-নিসা. ১১৮]

অন্য জায়গায় এসেছে—

[১৯] হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন (হা:১০১৫)

“সে বলল, ‘তুমি আমাকে শাস্তিদান করলে, এইজন্য আমিও তোমার সরল পথে মানুষের জন্য নিশ্চয় ওত পেতে থাকব। অতঃপর আমি তাদের নিকট আসব তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, দক্ষিণ ও বাম দিক থেকে এবং তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না।” [সূরা আল-আ'রাফ. ১৬, ১৭] শয়তান এক পা দু'ই পা করে, ধীরে ধীরে, অবচেতনে মানুষকে ভ্রান্তির পথে নিয়ে যায়। তাই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ বিষয়ে সতর্ক করে আলাহ বলেছেন :—

“হে মু'মিনগণ তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আলাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আলাহ সর্ব-শ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [সূরা আন্-নূর. ২১]

শয়তান মানুষকে যে সব ফাঁদে ফেলতে চায় তার মধ্যে সব চেয়ে ভয়াবহ ফাঁদ হচ্ছে শিরক। কারণ সে জানে আল্লাহ তা'আলা শিরকের গুনাহ কখনোই মাফ করবেন না। তিনি এরশাদ করেছেন,

"নিশ্চয় আলাহ তাঁর সাথে শরিক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপ রাধ যাকে ইচছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেউ আলাহর শরিক করে সে এক মহাপাপ করে।" [সূরা আন্-নিসা. ৪৮]

শ্রদ্ধেয় মুসলিম ভাই !

তবে মনে রাখবেন শয়তান সরাসরি কোন শিরক করার আদেশ দেয় না। বরং শিরকের পথ সুগমকারী কর্ম-বিষয়গুলো সুন্দর মোড়কে মুড়ে উপস্থাপন করে মাত্র। শিরকের সূচনা হয় নূহ নব ীর উম্মতের মাঝে। তাদের মধ্যে কিছু নেক্কা র, পরহেজগার ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। তাদের মৃত্যুর পর শয়তান এসে প্র-স্তাব করল- তোমরা তো এ সকল পূণ্যবানদের কিছু ছবি আঁকতে পার। যেগুলো দেখলে তোমাদের মাঝে ইলম ও আমলের উৎসাহ জাগবে। আমলে নতুন উদ্যম বোধ করবে। এতে বাহ্যত কোন শিরক ছিল না । তাই তারা এই উপদেশ পালন করল। কিন্তু প্রথম প্রজন্ম গত হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় প্রজন্মের কাছে এসে শয়তান বলল : 'তো মাদের বাপ-দাদারা বিপদ-আপদে সাহায্য চাওয়ার জ ন্য এসব ছ ি ব বানিয়েছিল।' এভাবে শয়তান তাদেরকে আলাহ ভিন্ন অন্য সত্তার প ূজায় আক্রান্ত করল। সাধারণ লোকদে র মধ্যে অনেকে এমন কিছু বিষয়ে লিপ্ত হন যা তাদেরকে, তাদের অজান্তে, শিরকের শেষ সীমানায় পৌঁছে দেয়; যেমন, এ ধরনের কথা বলা - "হে আমার পীর হোসাইন", বা "হে আমার রুহানি মা যয়নব", অথবা "ও বাবা শাহজ ালাল", কিংবা "ও বাবা বায়েজিদ বোস্তামী", কিংবা "হে আমার অমুক পীরসাহেব" আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে বাঁচান, আমি আপনার আ শ্রয় চা ই, আমার রো গ নিরা ময় করু ন, আমাকে একটা সন্তান দিন, আমার ছেলেটাকে ফিরিয়ে দিন, আমাকে শত্রু পরাস্ত করার ক্ষ মতা দিন, জালিমকে প্রতিহত করার তাওফিক দিন। তদ্রূপ কবরে সিজদা দেয়া, কবরের কাছে নামাজ পড়াকে পুণ্যের কাজ মনে করা, কেবলা বাদ দিয়ে কবরের দিকে ফিরে নামাজ পড়াকে উত্তম জ্ঞান করা, কবরের চতুর্দিকে তাওয়াফ করাকে কাবা-তাওয়াফের

চেয়ে বেশি সওয়াবের কাজ বিবেচনা ক রা। উলেখিত সবগুলো আমল শিরক। অথচ এগুলোকে পুণ্যের কাজ মনে করা হয়।

কীভাবে একজন বিবে কবান মানুষ মৃত ব্যক্তির কা ছে সাহায্য প্রার্থনা ক রতে পারে, আশ্রয় চাইতে পারে?! ম ৃত ব্যক্তি যদি নিজের কল্যাণে কিছু করার সামর্থ্য রাখতেন তবে তো তিনি সর্বাগ্রে নিজের উপকারই করতেন, এবং মৃত্যুকে ঠে কিয়ে দিয়ে অমৃত্যু হতেন। এই ওলি বা নে ককার ব্যক্তি কি রাসূলের চে য়েও বড় মর্যাদার অধিকারী, যাঁর চেয়ে উত্তম মানুষ এই পৃথিবীতে আসে নি। ত াঁকে আলাহ পাক নির্দেশ দিয়ে বলছেন,

"বলুন, 'আলাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমা র কোন অ ি ধকার নে ই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তবে তো আ ি ম প্রভূ ত কল্যাণই লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মোমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককা রী ও সুসংবাদদাতা বৈ আ র কিছু নই।" [সূরা আল-আ'রাফ. ১৮৮] আলাহ তা'আলা অন্যস্থানে বলেছেন,

"বলুন, 'আমি তোমাদের ইষ্ট -অনিষ্টের মালিক নই।' বলুন, 'আলাহর শাস্তি হতে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আলাহ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাব না।" [সূরা জিন. ২১, ২২]

রাসূলই যদি নিজের কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক না হন, আলাহর শাস্তি হতে কেউ তাকে রক্ষা করতে না পারে তবে আর এমন কে আছে

যে অনে ্যর ইষ্ট- অনিষ্টের অধি কার রা খে। সাবধ ান! এটা কে ান মুসলমানের িবিশ্বাস হতে পা রে না। বরং এ তো মূ র্তিপূজারী মুশরিকদের বিশ্বাস। যাদের ব্যাপারে আলাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"ওরা আলাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করে তা ওদের ক্ষতিও করতে প রে না, উপকারও ক রতে পারে না। ওরা ব লে, 'এগুলো আলাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী।' বল, 'তোমরা কি আল াহকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথি বীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তি নি জানেন না?" [সূরা ইউনুস. ১ ৮] এরপর ও কি কো ন মুসলমানের উচি ত মুশরিকদের অনুকরণে ওলি-আউলিয়া, পীর-দরবেশের কাছে শাফায়াত চাওয়া?!!

আলাহ্ পাক মু শরিকদের প্রসঙ্গে ব লেন যে, তার া এই দাবিতে ওলি-আউলিয়া বা প্রি তমাগুলোর পূজা করত যে এ রা তাদে রকে আলাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে ।

"যারা আল াহর পরিবর্তে অন্যকে অভি ভাবকরূপে গ্রহণ ক র তারা বলে, 'আমরা তো এদের পূজা এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আলাহর সা ন্নিধ্যে এনে দেবে।' ওর া যে বিষয়ে নিজেদের ম ধ্যে মতভেদ করেছে আলাহ্ তার ফয়সালা ক রে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফের, আলাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"

[সূরা আয্-যুমার. ৩]

এটা কি কল্পনা করা যায় যে আল াহর কালা মের উপর বিশ্বাস স্থাপন কারী কোন ম ুসলিম আল াহকে বাদ দিয়ে ওলী-আউলিয়া বা

নেককার-পরহেজগারদের উপাসনা কর ে ব, আর ম ুশরিকদের মত বলবে যে আমরা তো আলাহকে পাওয়ার জন্য এদেরকে ডাকি ? আলাহ্ পাক স্পষ্ট ভাষায় এ সকল বাতিল উপাস্যে দের অসারতা, দুর্বলতা ও অক্ষমতা বর্ণনা করে বলেন,

"আলাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে আহ্বান কর তারা ে তা তোমাদেরকে সাহায্য করতে প ারে না এবং তাদের নিজেদেরকেও পারে না।" [সূরা আল- আ'রাফ. ১৯৭] আল াহ্ পাক িনজে যেখানে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তারা তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে না, বরঞ্চ তারা নিজের জন্য ও কিছু করতে পা র না সেখানে কোন বিবেক বান মুসলিম কি এ বিশ্বাস করতে পারে, যে তারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে? এরপরও যে বলবেঃ হ্যাঁ এর া সাহায্য করতে পারে তবে সে আলাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আর যে আলাহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে সে কাফের। হোক না সে মুসলিম দাবিদার-পাক্কা মুসলি , সা চ্চা রোজাদার।

নবীকূল শিরোমণি, রাসূলদের সর্দার, গোটা ব নী আদমের যিনি নেতা, যার সুপারিশে কিয়ামতের দিন মহা সংকট থেকে নিস্তার মিলবে, যার উচ্চ মর্যাদার কারণে নবী-রাসূল সবাই তাঁর পতাকা তলে সমবেত হবেন; তিনি যদি তাঁর নিকটাত্মীয়দের জন্যও কিছু করতে না পারেন তবে আর কার সাধ্য আছে অন্যের জন্য কিছু করার? একদিন সাফা পাহাড়ে উঠে রাসূল সাল ালাহু 'আলাইহি ওয় াসালাম যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা কি আপনি জানেন না? ইমাম বোখারি তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন, যখন আলাহ্ তা'আলার বাণী :

"তোমার নিকট-আত্মীয় বর্গকে সতর্ক কর।" (সূরা আশ্-শু'আরা. ২১৪] নাজিল হল তখন রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে কোরাইশেরা! (কিংবা তিনি এই ধরনের কোন সমার্থক শব্দ বলেছেন) নিজেদের জান নিজেরা খরিদ করে নাও (নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই নাও)। আলাহর শাস্তি থেকে আমি তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব না। হে আবদে মানাফের বংশধরেরা! আলাহর আজাব থেকে আমি তোমাদেরকে বাঁচাতে পারব না। হে আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব, আমি আপনাকে আলাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাতে পারব না। হে সাফিয়্যা! (রাসূলের ফুফু), আমি আপনাকে আলাহর আজাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে ফাতেমা! (রাসূলের মেয়ে) তুমি আমার কাছে সম্পদ দাবি করতে পার, কিন্তু তোমাকে আলাহর আজাব থেকে বাঁচানোর জন্য আমি কিছু করতে পারব না।"[২০]

রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম যদি তাঁর আপন চাচা, আপন ফুফুর জন্য কিছু করতে না পারেন; এমনকি তাঁর ঔরসজাত মেয়ের জন্যও কিছু করতে না পারেন তবে অন্যের জন্য কীভাবে পারবেন?! সুতরাং সাবধান হন। রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম যখন তাঁর চাচা আবু তালেবের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার মনস্থ করলেন -যে চাচা তাঁকে সবসময় সাহায্য করছেন, বিপদে আশ্রয় দিয়েছেন- তখন আলাহ স্পষ্ট ভাষায় তাঁকে নিষেধ করে দেন।

[২০] ফাতহুল বারী (খ:৮ পৃ:৩৮৫), মুসলিম (হা:২০৬)।

"আত্মীয়-স্বজন হলেও মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চিত ওরা জাহান্নামি।" [সূরা আত্-তাওবা. ১১৩]

আলাহ তা'আলা যখন লক্ষ্য করলেন রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর চাচার হেদায়েতের জন্য তীব্র আগ্রহী তখন এরশাদ করলেন:

"তুমি যাকে ভালোবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না। তবে আলাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে।" (সূরা আল-কাসাস. ৫৬]

প্রিয় মুসলিম ভাই!

যারা আলাহ ছাড়া অন্য সত্তার কাছে দো'আ করে, সেসব অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের কর্মকাণ্ডে বিভ্রান্ত হবেন না।

"তুমি নির্ভর কর তাঁর উপর যিনি চিরঞ্জীব, যিনি মৃত্যুবরণ করবেন না এবং তাঁর প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, তিনি তাঁর বান্দাদের পাপ সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত।" [সূরা ফুরকান. ৫৮]

অতএব একমাত্র আলাহর দরবারে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করুন। তাঁর কাছে দো'আ করুন। তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। অনুনয়-বিনয় একমাত্র তাঁর কাছে পেশ করুন। একমাত্র তাঁর কাছে সাহায্য চান। জেনে রাখুন, আলাহ পাক আপনার অতি নিকটে। তিনি বলেছেন,

“আমার বান্দাগণ য খন আমার সম্বন্ধে তোম াকে জিজ্ঞেস করে, আমি েতা নিক টেই। আ াহ্বানকারী যখন আহ্বান করে আমি ত ার আহ্বানে সাড়া দেই।” [সূরা আল-বাকারা. ১৮৬]

প্রিয় দ্বীনী ভাই !

আলাহ্ আপনাকে হেফাযতে রাখুন। রাসূল সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর আপন চাচাতো ভাই আব্দুলাহ্ বিন আব্বাসকে উপদেশ দিতে গিয়ে ব লেছিলেন ‘যদি কিছু চাও তবে এক মাত্র আলাহর কাছে চাও, সাহায্যের দর কার হলেও একমাত্র আল াহর কাছে সাহায্য চা ও। জেনে রাখ, সমস্ত মানুষ যদি তোমার হিত কামনায় ঐক্যবদ্ধ হয় তবুও তারা আল াহর লেখনের বাইরে তোম ার এক বিন্দুও উপকার করতে পারবে না । আ র স মস্ত মা নুষ য দি তোমার দুশমণি করার জন্য ঐকমত্যে পৌঁছে, তবুও তারা আল াহর লিপির বাইরে তোমার এক চুলও ক্ষতি করতে পারবে না। কলম তুলে রাখা হয়েছে। লিখিত-লিপি শুকিয়ে গেছে।”[২১] এরপরও কি আর কোন যুক্তি-প্রমাণ থাকতে পারে? আলাহ্ ও আল াহর রাসূলের কথার উপরে কি আর কোন কথা থাকতে পারে?

প্রিয় দ্বীনি ভাই !

এমন কিছু দো‘আ আছে যেগুলো রাসূল সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর সাহাবাদের শিক্ষ া দি তেন। যেগুলো ব্যাপক অর্থবহ এবং অধিক কল্যাণবাহী। এ দো‘আগুলো সকলেরই মুখস্থ থাকা উচিত এবং এর চাহিদা মাফিক আমল করা প্রয়োজন। নিম্নে এ ধরনের কিছু দো‘আ উলেখ করা হল।

[২১]. হাদীসটি তিরমিযিতে (হা:২৫১৬) ও মুসনাদে আহমদে (হা:২৬৬৪) বর্ণিত হয়েছে।

“হে আলাহ্ ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যাবতীয় বিপদ থেকে[২২], অশুভ পরিণতি থেকে, মন্দভাগ্য থে কে, এবং শত্রুর ঠাট্টা-বিদ্রূপ থেকে।

“হে আলাহ্, আমার দ্বীনদারীকে শুদ্ধ করে দিন; যার উপর নির্ভর করে আমার সবকিছুর শুদ্ধত া। দুনিয়াকে আমার জন্য উপ যোগী করে দিন; যেখানে রয়েছে আমার জীবিকার উপকরণ। আখেরাতকে আমার জন্য শু ভময় ক রুন। যে খানে আ ামাকে ফিরে যেতেই হবে। আমার হায়াতকে নেক কাজে লাগাবার তাও ফিক দিন। আর মৃত্যুকে যাবতীয় কষ্ট-ক্লেশ থেকে নাজাতের ওসিলা করে দিন।”

[২২]. ইবনু উমর রাদিআলাহু আনহু جهد البلاء এর ব্য াখ্য করেছে ন-কম সম্পদ ও বেশী সন্তান হওয়াকে। অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, এর অর্থ ‘বিপদ-আপদ’ আর ইবনু উমর রাদিআলাহু আনহুর উলেখিত বিপদটিও এর শামিল।

“হে আলাহ, আমি আপনার কাছে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের, জানা অজানা, যাবতীয় কল্যাণ চাই। এবং আমি বর্তমান ও ভবিষ্যতের জানা অজানা যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। আপনার বান্দা, আপনার নবী আপনার কাছে যে কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন আমিও আপনার কাছে সে কল্যাণ প্রার্থনা করি। আপনার বান্দা, আপনার নবী যে অনিষ্ট থেকে পানাহ চেয়েছেন আমিও তা থেকে পানাহ চাই। হে আলাহ, আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জান্নাতের পথ সুগমকারী কথা ও কাজ করার তাওফিক চাই। আর জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই এবং জাহান্নামের পথে ধাবিতকারী কথা ও কাজ থেকে মুক্তি চাই। আমি আপনার কাছে আরো আবদার করছি আমার জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন সবই যেন কল্যাণকর হয়।

.

“হে আলাহ! দাঁড়ানো, বসা, শোয়া সর্বাবস্থায় ইসলামের দ্বারা আমাকে হেফাজত করুন। আমাকে শাস্তি দিয়ে শত্রু বা নিন্দুকের হাসির খোরাক বানাবেন না। হে আলাহ! আমি আপনার কাছে সমুদয় কল্যাণ কামনা করি; যার ভাণ্ডার আপনার হাতেই রয়েছে এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি; যার ভাণ্ডারও আপনার হাতে রয়েছে।”

.

“হে আলাহ! আপনি এক ও অদ্বিতীয়। আপনি অমুখাপেক্ষী। আপনি কাউকে জন্ম দেননি। কারো ঔরসজাতও নন। আপনার সমতুল্য কেউ নেই। আমি আপনার কাছেই প্রার্থনা করছি। আমার

যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।”

.

“হে আলাহ, সকল প্রশংসা আপনারই জন্য। আপনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোন উপাস্য নেই। আপনি এক, আপনার কোন শরিক নেই, আপনি অনুকম্পাকারী। হে আকাশ ও জমিনের স্রষ্টা, হে মহিমাময় ও মহানুভব, হে চিরঞ্জীব ও সর্ব-সত্তার ধারক, আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই, জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাই।”

.

“হে আলাহ, আমি আপনার নেয়ামতের বঞ্চনা থেকে ও আপনার শুভানুধ্যান সরিয়ে নেয়া থেকে আশ্রয় চাই। এবং আকস্মিক শাস্তি ও যাবতীয় অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাই।”

যদি আপনি কোন দুশ্চিন্তায় পড়েন বা বিপদগ্রস্ত হন তবে নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে পারেন।

.

“আলাহ ছাড়া সত্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি অতি মহান; সহনশীল। আলাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি মহান আরশের মালিক। আলাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কোন মা'বুদ নেই। তিনি আকাশ-জমিন ও সম্মানিত আরশের প্রতিপালক।”

“হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর সত্তা, আপনার রহমতের ওসিলা দিয়ে আমি সকাতর নিবেদন করছি- আমার অবস্থা পরিবর্তন করে দিন। এক পলকের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দেবেন না।”

“তুমি ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র, মহান! আমি তো সীমালংঘনকারী।” [সূরা আম্বিয়া. ৮৭]

“হে আলাহ, আমি আপনার বান্দা এবং আপনারই বান্দা-বান্দির পুত্র। আমার ভাগ্য আপনার হাতে, আমার উপর আপনার নির্দেশ কার্যকর, আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালাই ইনসাফপূর্ণ। আপনার যতগুলো নাম আছে আমি সবগুলো নামের ওসিলা দিয়ে আপনার কাছে দো'আ করছি- যে নামগুলো আপনি নিজের জন্য পছন্দ করেছেন, অথবা কিতাবে নাজিল করেছেন, অথবা আপনার সৃষ্টি-জীবের কেউ একজনকে শিক্ষা দিয়েছেন অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন- কুরআনকে বানান আমার হৃদয়ের বাসন্তিক প্রশান্তি, বক্ষের জ্যোতি, চিন্তা-উৎকণ্ঠার নিবারক ও দুঃখ-বেদনার বিতাড়ন।

“হে আলাহ, আমি আপনার নিকট ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা কামনা করছি। আমার দ্বীন ও দুনিয়া পরিবার-পরিজন, অর্থ-সম্পদ বিষয়ে আপনার ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আলাহ, আমার দোষগুলো ঢেকে রাখুন, চিন্তা ও উদ্বিগ্নতাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করে দিন। হে আলাহ, অগ্র- পশ্চাৎ, ডান- বাম, উর্ধ -সব দিক থেকে আমাকে আপনার হেফাজতে রাখুন এবং নীচ থেকে গুপ্ত হত্যার শিকার হওয়া থেকেও আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”

চতুর্থ নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক !

আপনি নিশ্চয় আমার সাথে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমাদের নবী, আমাদের প্রিয়পাত্র মোহাম্মদ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম আলাহর বান্দা ও রাসূল। আলাহ তাঁকে জগৎবাসীর জন্য রহমত স্বরূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে মুত্তাকীদের ইমাম বানিয়ে এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের উপর সাক্ষী বানিয়ে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। আলাহর বাণী প্রচার করেছেন, উম্মতকে নসিহত করেছেন। আমাদেরকে এমন এক সরল-সোজা, আলোকোজ্জ্বল পথে রেখে গেছেন, যে পথে দিবা-নিশি সমান। একমাত্র দুর্ভাগাই এই পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। আলাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে হেদায়েতের দিশা দিয়েছেন, অন্ধত্ব দূর করেছেন। আলাহ তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন, তাঁর অন্তর খুলে দিয়েছেন, তাঁর কাঁধ থেকে যাবতীয় বোঝা অপসারণ করেছেন। অন্যদিকে তাঁর নির্দেশ লঙ্ঘনকারীর জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা অনিবার্য করে দিয়েছেন। অতএব, তাঁর উপর আলাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

অনুরূপভাবে তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের উপরও আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। তদ্রূপ কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সকল অনুসারী, অনুগামী ও তাঁর দ্বীন প্রচারকের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

আলাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর তাঁর আনুগত্য করা, তাঁকে ভালোবাসা ফরজ করে দিয়েছেন। তাঁকে শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা ও তাঁর অধিকার আদায় করাও ফরজ। তবে মোহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের প্রতি আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্যই বা কি? নিঃসন্দেহে আমাদের উপর তাঁর অনেক হক রয়েছে। যেমন-

এক : তাঁর উদ্দেশ্যে বেশি বেশি দরূদ পড়া। আলাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন,

"আলাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং ফিরেশতাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মোমিনগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম কর। নবী করিম সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম নিজেই বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার সালাত পড়ে (রহমত কামনা করে) আল্লাহ তাঁর প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন।"২৩

প্রিয় দ্বীনি ভাই !

জেনে রাখুন, রাসূলের প্রতি সালাত-সালাম পেশ করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল রাসূলুল্লাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম কর্তৃক তাঁর সাহাবাদেরকে শেখানো- পদ্ধতি। বোখারি ও মুসলিমে এসেছে রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর সাহাবাদের বললেনঃ তোমরা বল,

২৩. ইমাম মুসলিম (৩৮৪)

"হে আলাহ, তুমি মোহাম্মদ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম ও তাঁর বংশধরদের রহমত বর্ষণ কর; যেমনটি বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। এবং তুমি মোহাম্মদ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাজিল কর যেভাবে বরকত নাজিল করেছিলে ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।"২৪

দুই : বিশুদ্ধ ও আন্তরিকভাবে তাঁকে ভালোবাসা এবং সকল ভালোবাসার উপরে তাঁর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়া। তিনি বলেছেন।

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও অন্য সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হই।"২৫

আর তাঁর ভালোবাসার অন্যতম প্রমাণ হল তাঁকে অনুসরণ করা। তাঁর আদব-আখলাকে নিজেকে সুশোভিত করা। সকল পথ ও মতের উপরে তাঁর সুন্নাহকে অগ্রাধিকার দেয়া। তাঁর নিষেধকৃত যাবতীয় বিষয় থেকে বিরত থাকা।

তিন : তাঁর নির্দেশ পালন করা, নিষেধ থেকে বিরত থাকা, এবং তাঁর আনীত সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন,

২৪. ফাতহুল বারী (বোখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ) খঃ৮, পৃঃ৪০৯; সহীহ মুসলিম (হাঃ ৪০৬)

২৫. বোখারী ও মুসলিম: দেখুন আল্ লু'লু' ওয়াল মারজান (৯১১)

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক এবং তোমরা আলাহকে ভয় কর; আলাহ তো শাস্তি দানে কঠোর।"[সূরা হাশরঃ ৭]

আলাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন,

"বল, 'তোমরা যদি আলাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর, আলাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেবেন। আলাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা আলে-ইমরানঃ ৩১] আলাহ তা'আলা আরো বলেনঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা আলাহ ও আখেরাতকে ভয় করে এবং আলাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুলাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-আহযাবঃ ২১]

চার : রাসূলের সুন্নাহর কাছে ফয়সালা চাওয়া এবং বিনা প্রশ্নে ও বিনা দ্বিধায় তাঁর রায়ে সন্তুষ্ট থাকা। আলাহ তা'আলা বলছেন,

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মোমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে; অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের

মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে লয়।" [সূরা আন্-নিসা. ৬৫]

পাঁচ : আমরা একমাত্র তাঁর আনা-শরিয়ত মোতাবেক আলাহর ইবাদত করব। নানা যুক্তি-তর্ক, খেয়াল-খুশি, ব্যক্তিস্বার্থ, বাপ-দাদার রসম-রেওয়াজ অথবা বেদআত দ্বারা প্রভাবিত হব না। বরং বিশুদ্ধ সূত্রে রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ও য়াসালাম হতে যা প্রমাণিত সে অনুযায়ী আমল করব; কেননা তিনিই আলাহর বাণী-বাহক। নিঃসন্দেহে তিনি আমানতদারির সাথে আলাহর রিসালাত পৌঁছে দিয়েছেন। উম্মতকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। যা কিছু কল্যাণকর তার নির্দেশনা দিয়েছেন, যা কিছু ক্ষতিকর সে ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আলাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে নেয়ামতকে পূর্ণ করেছেন, দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা করেছেন। অতএব একমাত্র তাঁর শরীয়তেই রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। আলাহ তা'আলা বলেনঃ—

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" [সূরা আল-মায়েদাঃ ৩]

পঞ্চম নির্দেশনা

সম্মানিত পাঠক !

আলাহ আপনাকে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে সম্মানিত করুন। আপনি কি জানেন বর্তমান বিশ্বের সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে, বিজাতিদের সর্বগ্রাসী আক্রমণে এবং সকল কুফরি শক্তির দরাজ কণ্ঠের প্রকাশ্য

শত্রুতাময় প রিস্থিতিতে মুসলিম জা তির সবচেয়ে গুরুত্বের সাথে যে বিষয়গুলো বিচার করা কর্তব ্য, তা র মধ্যে অন্যত ম হচেছ আক্বিদা। আমাদের প্রধান কর্তব্য আক্বিদা নিখাদ ও বিশুদ্ধ করা। কেননা, সঠিক আক্বিদাই মুসলিম জাতিকে অন্য সকল জাতি থেকে বিশেষ ত্ব দিয়েছে এবং কাফের- মুশরিকদের মধ্যে তা দের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছে। সঠি ক আকি্বদাই হতে পারে মুসলিম ঐক্যে র মূলমন্ত্র এবং শত্রুর যাবতীয় শত্রুতাকে প্রতিহত করার ধারালো অস্ত্র। একমাত্র আক্বিদার মাধ্যমে শত্রুর যাবতীয় ষড়যন্ত্রের সঠিক রূপ-রেখা উপলব্ধি করা সম্ভব। অত এব, আকি্বদাই হলো মুসলি ম উম্মাহ র বিশেষত্বের জায়গা।

আক্বিদার যে দিকটির উপর মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব নির্ভরশীল, যা কুফরি জাতীয়তায় বিলীন হও য়া থেকে উম্মাহকে রক্ষা করে এবং উম্মাহর ঐক্য ও সংহতিকে মজবুত রাখে তা হল - 'বাবুল ওলা ওয়াল বারা' তথা "বন্ধুত্ব এবং শত্রুতার অধ্যায়"। (এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হল, একজন মোমিন তার বন্ধু বা শত্রু নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কি নীতিমালা অবলম্বন করবে তার নির্দেশনা।) আর এই আক্বিদাটি মুসলিম জীবন থেকে মুছে ফেলার জন্য শত্রুপক্ষের প্রচার মাধ্যমগুলো সদা সচেষ্ট। কিন্তু তারা কীভাবে এই আ ক্বিদাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করবে, অথচ আলাহ তা'আলা প্রতিদিন অন্তত: সতের বার ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের নীতি থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ করে দিয়েছেন। রাসূলুল াহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল াম বলেছেন.

.

"সূরা ফাতেহা পাঠ করা ছাড়া কোন নামাজ নেই।"[২৬] আপনি কি মনে করেন যে, মুসলিম সমাজগুলোর উপর সাংস্কৃতিক অ াগ্রাসনের

[২৬]. মুসলিমঃ ৩৯৪

কারণে খুব শীঘ্র এই আক্বিদা বি লীন হয়ে যাবে? অথ চ তারা প্রত্যহ দিনে ও রাতে পাঠ করে যাচ্ছে :

"আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন; তাদের পথ যাদেরকে আপনি নেয়ামত দ ান করেছেন, তা দের পথ নয় যারা আপনার অভিশাপ প্রাপ্ত এবং যারা পথভ্রষ্ট ।" অর্থাৎ, তাদে র পথ নয় যাদে র উপর অভিসম্পাত পতিত হয়েছে। আ র তারা হচ্ছে ইহুদিরা। কেননা তাদের কাছে ইলম ছিল, কিন্তু তারা ইলম অনুযায়ী আমল করেনি। আর তাদের পথ ও নয় যারা পথ ভ্রষ্ট, তারা হচ্ছে খ্রিস্টান সম্প্রদায়। যারা আলাহর ইবাদত করেছে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার মাঝে থেকে।

প্রত্যেক মুসলিমের সামনে মহা-গ্রন্থের যে আয়াতগুলো রয়েছে, তা সকল মুসলিমকে কোন কাফেরের প্রতি কোন রকম আস্থা, ঝোঁক ও বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে সতর্ক করে দিচ্ছে, তাদের কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা থেকে হুঁশিয়ার করছে; সে যে ধরনের কুফুরিই করুক না-কেন। কুরআনুল-কারীম 'একক সত্তার ইবাদত' এবং 'ব ন্ধুত্ব ও শত্রুতা'-র প্রতিটি দিক সম্পর্কে বিশদ ও অনুপুঙ্খ আলোচনা করেছে। যার ফলে পূর্ববর্তী মুসলিম সম াজ তার সব ধরে নর কাজ- কর্মে, সর্ব পরিস্থিতিতে ছিল এক দে হের ন্যায় । কাফেরের প্রতি তাদের কোন আস্থা ছিল না। তাদে র সংবাদ, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার বা কথা- বার্তায় তারা বিশ্বাস করত না। আর যখনই 'বন্ধুত্ব ও শত্রুতার আক্বিদা' দুর্বল হয়ে পড়ে বা সমূলে হারিয়ে যায় এবং মানুষের মাঝে এ বিষয়ে অজ্ঞতা ছড়িয়ে পড়ে তখনি তারা তাদে র শত্রুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে তাদে র উপর নে মে আসে নিকৃষ্টতম আ াজাব, তা দের

সম্মান ও মর্যাদা ধুলায় ভূলুণ্ঠিত হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে আলেমসমাজ জেগে উঠেন —নানা উপায়ে প্রচারণা চালিয়ে জাতিকে সতর্ক করেন, ইলম ছড়িয়ে দেন এবং সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দেন। এ ক্ষেত্রে আলেমগণ যে সব বিষয় আলোচনা করে থাকেন, এখানে তার কিছু উপস্থাপন করছি। এক : আল্লাহর কিতাবে বিশ্বাসী ও তা পাঠকারী মুসলিমদের ব্যাপারে কাফেরদের অবস্থান দু'টি। হয় তাকে নিকৃষ্টভাবে হত্যা করবে অন্যথায় তাকে তার দ্বীন থেকে ফিরিয়ে আনবে। এর বাইরে অন্য কিছু না

"যদি তারা তোমাদের উপর বিজয়ী হয়, তাহলে তোমাদের হত্যা করবে অথবা তাদের ধর্মে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিবে, তাহলে তোমরা কখনোই সফল হবে না।" [সূরা আল-কাহ্‌ফঃ ২০]

দুই : সতর্ক ও সচেতন মুসলমানরা ভালভাবেই জানেন : কাফেররা আমাদের হত্যা এবং কষ্ট দিতে বদ্ধ পরিকর আর তারা আমাদেরকে দ্বীনচ্যুত করার আগ পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না। যদি তারা তা পারত তাহলে তাই করত। আলাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের

আমলসমূহ ধ্বংস হয়ে যায়। আর তারাই জাহান্নামবাসী এবং সেখানে তারা সর্বদাই থাকবে।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ২১৭]

তিন : ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের প্রতি আপনি যতই উদার হন না কেন এবং নিজের অধিকার ত্যাগ করে তাদের সন্তুষ্টির চেষ্টা করুন না কেন, যতই অপদস্থতা ও অপমান মেনে নেন না কেন, এমনকি আপনি যদি তাদের প্রতিটি ইচ্ছে পূরণ করে চলেন তাহলেও আপনার উপর তারা সন্তুষ্ট হবে না কখনোই যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন, এবং নিজ দ্বীন, আক্বিদা ও স্বজাতি থেকে পৃথক হয়ে যান। আলাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"ইহুদি ও খ্রিস্টানরা কখনোই আপনার উপর সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না

আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।" [সূরা আল-বাকারাহঃ ১২০]

চার : তারা যে আমাদের প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ দেখায় এবং আমাদের অধিকার সংরক্ষণের কথা বলে তা শুধুই মৌখিক সুবচন। মূলে ও অন্তরে তারা মূলত আমাদেরকে তাদের শত্রু জ্ঞান করে। আলাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"তারা তাদের মুখ দিয়ে তোমাদের সন্তুষ্ট করে আর তাদের অন্তরসমূহ তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ ব্যক্তিই ফাসেক।" [সূরা আত্-তাওবাহ্‌ঃ ৮]

পাঁচ : আমাদের ক্ষ তি সাধনের চেষ্টায় কখনই অবহেলা করবে না। যখ ন আমাদের উপর কোন অি নষ্ট বা বিপদাপদ নেমে আসে, তখন তারা খুবই আনন্দিত হয়। আমাদের প্‌িতি ভালোবাসা প্রকাশের উদ্দেশ্যও মূলত এটাই । নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকরা জানেন ওদের আদ র ভালোবাসা কেবলই মৌখিক বচন। তাে দর অন্তরে যা লুকি য়ে আছে তা খুবই জঘন্য। আলাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্ত রঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে ত্রুটি করবে না। ত ারা তোমাদের কষ্ট দিতে চায় আর তাদের মুখ ে থকে শত্রুতা প্রকাশ পে য়েছে আর তাদের অন্তর যা গো পন করে ত া অতি জঘন্য। আমি তো মাদের জন্য আয়াতস মূহ বর্ণনা ক রে দি য়েছি; যদি তোমরা বুঝতে পার।" [সূরা আলে-ইমরান. ১১৮]

আলাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

"যদি তোমাদের কারো কল্যাণ সাধিত হয়, তা তাদের কষ্ট দেয়, আর যদি ে তামাদের েকান অ নিষ্ট হয়, তাতে তারা খুশি হয়। যদি তোমরা ৈধর্য ধারণ কর এ বং আল াহকে ভয় কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয় আলাহ্ তাদের সকল কর্ম বেষ্টনকারী।" [সূরা আলে-ইমরান. ১২০]

আলাহ্ তা'আলা এও জানিয়ে দি য়েছেন যে, তারা নির্জনে যখ ন একে অ পরের সা থে মিলিত হয় ত খন আমা দের উপর কঠিন রাগ ও প্রচণ্ড হিংসা পোষণ করে। আলাহ্ বলেন,

"যখন তারা একাকী হয় ত খন তোমাদের উপর রাগে নিজেদের আঙুল কামড়ায়।" [সূরা আলে-ইমরান. ১১৯]

আর এটা খুবই পরিচিত বিষয় যে, মানুষ যখন রাগান্বিত হয়, তখন নিজেই নিজের আঙুল কামড়ায় । কিন্তু তারা যখন রাগান্বিত হয় তখন আমাদের প্রতি তাদের রাগের প্রচ ণ্ডতার কারণে তাদে র সব আঙুলই কামড়ায়।

ছয় : সন্ত ান-সন্ততি বা আত ীয়-স্বজনদের বিপদের আশঙ্কা করে কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার যুক্তি অগ্রহণযোগ্য। আলাহ্ বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না এবং তাদে র প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো না।" [সূরা আল-মুমতাহিনাঃ ১]

অতঃপর আলাহ্ তা'আলা, যারা মাল এবং সন্তান-সন্ততির কথা তুলে, তাদের উপমা দিয়ে বলেনঃ

"কেয়ামতের দিন তোম াদের সম্ পদ ও সন্‌ তান-সন্ততি কো ন উপকারে আস বে না; বরং তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আর আলাহ্ তোমাদের কর্মসমূহ দেখছেন।" [সূরা আল-মুমতাহিনাঃ ৩]

সাতঃ কাফেররা যদিও তাদের নিজেদের মধ্যে ম তানৈক্য করে থাকে এবং তাদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্র হও সংঘ টিত হয়, কিন্ত মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ করতে হয় তখন তারা একীভূত ও ঐক্যবদ্ধ

হয়ে যাবে। তখ ন তারা সে বিষে য় এক জাতিতে পরিণত হবে এবং তখন তা রা পরস্প র বন্ধু হয়ে যাবে। আর মোমিনরা যখন পরস্প র ঐক্যবদ্ধ না হবে এবং পরস্পরের বন্ধুত্ব গ্রহণ না করবে তখন তাদের উপর নিপতিত হবে মহা-ধ্বংস এবং বিরাট পরীক্ষা। আলাহ্ বলেনঃ

"আর যারা কুফরি করেছে তারা একে অপরের বন্ধু, যদি তোমরা তা না কর তবে দুনিয়ায় ফেতন া ও মহাবিপর্যয় দেখা দেবে ।" [সূরা আল-আনফালঃ ৭৩]

আটঃ আমাদের সতর্ক থ াকা উচিত, নিজেদের অজান্তে আমরা যেন খ্রিস্টান-ইহুদি না হয়ে যাই। আলাহ্ তা'আলা বলেছেন.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপে রর বন্ধু আর তোমাে দর যে ব্যক্তি তাদের বন্ধু হবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। নিশ্চয়ই আলাহ্ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।" [সূরা আল-মায়েদাঃ ৫১]

কাফের হলে, মহান অ ালাহ তো, পিতা এবং ভাইকেও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে অন্য কাফেরদেরকে বন্ধু বানানো কি আদৌ বৈধ হতে পারে ? আলাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা এবং ভ াইকে বন্ধু হিসেবে গ্র্হণ করো না যদি তা রা ঈমানের চেয়ে কুফরকে বেশি

ভালোবাসে, আর তোমাদে র মধ্যে যে তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা হবে অবিচারী।" [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ২৩]

আলাহ্ তা'আলা কাফেরকে ভালোবাসা থে কে সতর্ক করেছে ন যদিও তারা পিতা, সন্তান বা ভাই হয়। আলাহ্ তা'আলা বলেনঃ

"আলাহ্ ও কেয়াম ত দিবসে বিশ্বা সী কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না যে আল াহ্ ও তাঁর রাসূলে র শত্রুদের তারা ভালোবাসে, যদিও তারা তাদের পিতা বা স ন্তান বা ভাই ব া আত্মীয় হয়। এরা তারাই যাদের অন্তরে আলাহ্ ঈমান লি খে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা শক্তিশালী করেছেন।" [সূরা মুজাদালাহ্ঃ ২২]

প্রিয় পাঠক !

আপনার িভতরে কাফেরদের ভালোবাসা-বন্ধুত্ব ঢুকে পড়েে ছ কিনা তা কি করে বুঝবেন ? আলেমগণ তার কিছু আলামত নির্ধারণ করে দিয়েছেনঃ

১) চরিত্র, লেবাস- পোশাক ও অন্যান্য বি ষয়ে তাদের সদৃশ হওয়া, কেননা রাসূলুলাহ্ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন-

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করল, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হল"।[২৭]

---

[২৭]. আবু দাউদঃ ৪০৩১

২) ম ুসলমানদের বি রুদ্ধে ক ার্যক্রম পরিচালনায় তাদের সাহায্য-সহযোগিতা। এ জাতীয় কা জ ইসল াম বিরোধিতা এ বং ইস লাম ত্যাগের অন্যতম আলামত।
৩) তাদের সাথে এমন বন্ধু ত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা যা ব্যবহার করে মুসলমানদের গো পন ত থ্য হাতি য়ে নিতে পারে । অন ুরূপভাবে তাদেরকে সঙ্গী-সাথি এবং পরামর্শদাতা হিসেবে গ্রহণ করা।
৪) তাদের ঈদ ও আনন্দানুষ্ঠানে শরিক হওয়া, সহযোগিতা করা ও এ-ধরনের উপলক্ষকে কেন্দ্র করে তাদের অভিনন্দন জানানো।

ষষ্ঠ নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক !

আলাহ আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করুন এবং সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে হেফাজত করুন। শাহাদ াতাইনের পর ই সলামের সবচেয়ে বড় রোকন হচ্ছে সালাত ; যা ছিল রাসূলুল াহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের সর্বশেষ অসিয়ত। তাঁর ম ৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেছিলেন-
"আস্-সালাত, আস্-সালাত"।[২৮] মুসলমানদের অনেকে আজ সালাত আদায়ে অব হেলা করে, হয়তো সালাতের হুকুম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে, অথবা অলসত া ও অবহেলার কারণে। কে উ সালাতের সঠিক সময় থেকে দেরি করে আদায় করে, আবার কেউ বিনা কারণে জামা'আত ত রক করে। আবার কেউ সালাত আদায়ই করে না। এট া তার জন্য অত্য ন্ত বিপজ্জনক, কেননা সালাত হচ্ছে ইসলামের অন্যতম ভিত্তি এবং এটা ইস লাম ও কুফরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টিকারী। এ সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত হচ্ছে, যে সালাত ত্যা গ করল সে কুফরি কোরল। যেমনিভাবে আলাহ তা'আলা বলেছেন.

28. মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১১৭

অর্থাৎ, "যদি তারা তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে, তাহলে তারা তোমাদের ভাই।" [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ১১] অ ায়াতটি এ কথ াই প্রমাণ করে যে, যে ব্যি ক্ত সালাত ছেড়ে দে য়, সে অ ামাদের ভাই নয়। এ সম্প র্কে রাসূলু লাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেনঃ

"নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য হল সালাত ত্যাগ করা।"[২৯]
বুরাইদা ইবনে হাসিব রাদিয়ালাহু 'আনহু বলেনঃ আমি রাসূল ুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামকে বলতে শুনেছি,

"আমাদের ও তাদের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা তা হল সালাত। যে তা ত্যাগ কোরল সে কুফরি কোরল।"[৩০]
আব্দুলাহ ইবনে শাকীক রাদিয়ালাহু 'আনহু বলেনঃ

"রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের সাহাবিগণ সালাত ছাড়া অন্য কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরি মনে করতেন না"[৩১]
সম্মানিত হাজি ভাই, সালাত ত্য াগকারীর এই অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার পর কিছু বিষয় সম্পর্কে সজাগ থাকা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যেমন-

29. মুসলিমঃ ৮৮।
৩০. মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৩৪৬।
৩১. তিরমিযীঃ ২৬২৪, হাকেমঃ ১/৭।

১) সালাত ত্যাগকারী তার স্ত্রী ও সন্তানদের অভিভাবকত্ব হারাবে।

২) আত্মীয়রা কেউ তার উত্তরাধিকারী হবে না এবং সেও কারো উত্তরাধিকারী হবে না।

৩) তার জন্য মক্কায় প্রবেশ করা হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র। অতএব, এ বছরের পরে তারা মসজিদুল হারামের নিকটবর্তী হতে পারবে না।" [সূরা আত্-তাওবাহ্ঃ ২৮]

৪) তার জবাইকৃত পশু খাওয়া জায়েজ হবে না।

৫) সে যখন মারা যাবে, তার জানাজা পড়া যাবে না এবং তার মাগফেরাতের জন্য দো'আও করা যাবে না।

৬) যদি তার স্ত্রী সালাত আদায় কারিনী মুসলিমা হন তাহলে তার ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

৭) তাকে মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।

প্রিয় হাজি ভাই !

আলাহ আপনাকে হেফাযতে রাখুক। মনে রাখবেন, সঠিক সময়ে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করা আপনার উপর ওয়াজিব। কোন ভয় বা অসুস্থতার কারণ ছাড়া নিজ ঘরে সালাত আদায় করা আপনার জন্য জায়েজ নেই। আলাহ তা'আলা বলেনঃ—

"তোমরা রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর।" [সূরা আল-বাকারাহ. ৪৩, সূরা আলে-ইমরান. ৪৩]

এমনকি আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধাবস্থায় এবং শত্রুর সম্মুখে ও জামা'আতের সাথে সালাত আদায়কে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তির জামা'আত ত্যাগের ওজর গ্রহণ করা হতো, তাহলে অবশ্যই যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সম্মুখে কাতারবন্দী সৈনিকদের ওজর সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হত। কিন্তু আলাহ তা'আলা তাদের উপরও জামা'আতে সালাত আদায় ওয়াজিব করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ—

"আর আপনি যখন তাদের মধ্যে অবস্থান করবেন তারপর তাদের সাথে সালাত কায়েম করবেন তখন তাদের একদল আপনার সাথে যেন দাঁড়ায় এবং তারা যেন সশস্ত্র থাকে। তাদের সেজদা করা সম্পন্ন হলে তারা যেন তোমাদের পিছনে অবস্থান করে; আর অপর একদল যারা সালাতে শরিক হয়নি তারা তোমার সাথে যেন সালাতে শরিক হয় এবং তারা যেন সতর্ক ও সশস্ত্র থাকে।" [সূরা আন্-নিসা. ১০২]

বোখারি ও মুসলিমে, আবু হুরায়রা রাদিয়ালাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক হাদিসে এসেছে, রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন.

"আমার ইচ্ছা হয়, আমি সালাত কায়েমের আদেশ দিই, অতঃপর এক ব্যক্তিকে বলি সে যেন লোকদেরকে নিয়ে জামা'আতে

সালাত আদা য় করে। অত ঃপর আমি কয়েকজন এম ন লোক নিয়ে রওয়ানা করি যাদে র সাথে থ াকবে লাকি ড়ির আঁটি । আমরা ঐ লোকদের নিকট যাই যারা জামা'আতে হাজির হয়নি এবং তাদেরকে সহ তাদের ঘরসমূহে আগুন লাগিয়ে দিই।"[৩২]

ইমাম মুসলিম আব্দুলাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়ালাহু 'আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

. .

.

"আমি আমাদের মধ্যে দেখেছি, যে সকল মুনাফেকের নিফাকি সুস্পষ্ট হয়ে গেছে তারা, এবং অ সুস্থ ব্যক্তি ব্যতীত আর কে উই জামা'আত থেকে পিছ পা হতেন না। যদি অসুস্থ ব্যক্তি দুইজনের কাঁধে হাত দিয়েও আসতে পারতেন, তবুও আসতেন"।[৩৩]

ইমাম মুসলিম আব্দুলাহ্ ইবনে মাসউদ রাদিয়ালাহু 'আনহু থেকে অন্য এক বর্ণনায় বলেনঃ

.

.

.

.

.

. .

. .

[৩২]. বুখারী ফাত্হঃ ২/১৪৮, মুসলিমঃ ৬৫১।

[33]. মুসলিমঃ ৬৫৪।

"যে ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে পরকালে আল াহর সাক্ষাৎ পেতে চায় সে যেন এই সালাতগুলো ধরে রাখে। সালাতের আহ্বান হলে তাতে সাড়া দেয়। নিশ্চয় আলাহ তা'আলা তোমাদের নবীকে বিধান হিসেবে দিয়েছেন পথপ্রদর্শক নীতি-আদর্শ। এই সালাতগুলো সে ই নী তি-আদর্শের অংশ। যদি তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় কর, যেমনিভাবে এই পরবর্তী যুগের লোকেরা ঘরে সালাত আদায় করে থাকে, তাহলে অবশ্যই তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ত্যাগ করলে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবীর আদর্শ ত্যাগ কর তাহলে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে। যদি কোন ব্যক্তি সু ন্দরভাবে পবিত্রতা অর্জন করে অতঃপর যে কোন মসজিদে রওয়ানা করে, তাহলে আল াহ তা'আলা অবশ্যই তার প্রতিটি কদমের জন্য একটি করে নেকি লিখে দেবেন এবং প্রতিটি কদম দ্বারা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেবেন এবং এক একটি করে তার গুনাহগুলো মোচন করে দে বেন। আর আমি আমাদের মধ্যে দেখেছি মুনাফেক হিসেবে পরিচিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ জামা'আত হতে বিরত হতেন না। কেউ এমনও ছিলেন, যে দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে এসে নামাজের কা তারে দাঁড়াতেন।"[৩৪]

সহিহ্ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল াহু 'আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, একজন অন্ধ ব্যক্তি বলেছেন.

. !

" . .

. " . : "

"হে আলাহর রাসূল! আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে মসজিদে পৌঁছে দেবে। অতএব, আমার জন্য কি ঘরে সালাত আদায় করার সুযোগ আছে? রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তাকে বললেনঃ তুমি কি

[৩৪]. মুসলিমঃ ৬৫৪।

সালাতের আজান শুনতে পাও? তিনি বললেন: হ্যাঁ। রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বললেন: তাহলে তুমি ডাকে সাড়া দাও।"[৩৫]

সম্মানিত পাঠক !

আপনি এই হাদিসটিতে চিন্তা করে দেখুন। রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তার উম্মতের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ও দয়ালু হওয়া সত্ত্বেও জামা'আতে সালাত ত্যাগের ব্যাপারে এই অন্ধ ব্যক্তিকেও সুযোগ দেননি। এই হাদিসটিই জামা'আতের গুরুত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

প্রিয় পাঠক !

(আলাহ আপনার প্রতি রহম করুন) এই বিষয়টির প্রতি যত্নবান হওয়া এবং এ ব্যাপারে নিজের পরিবার, সন্তান, প্রতিবেশী ও সকল মুসলিম ভাইকে উপদেশ দেয়া আপনার উপর আবশ্যক। আলাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ পালনার্থে, আলাহ ও তাঁর রাসূল যে বিষয়ে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বেঁচে থাকতে এবং মুনাফেকদের সাদৃশ্যতা থেকে দূরে থাকার জন্য এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আলাহ তা'আলা আমাকে এবং আপনাকে সেসব বিষয় পালন করার তৌফিক দিন যা তিনি ভালোবাসেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। আলাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমাদের নফসের সকল দোষ-ত্রুটি ও সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে আশ্রয় দান করুন। নিশ্চয় তিনি দানশীল, দয়ালু।

সপ্তম নির্দেশনা

মুসলিম ভাই !

ঈমানের দুর্বলতা ও ইলমের স্বল্পতার দরুন মুসলমানদের মধ্যে এমন কিছু বিষয় বিস্তার লাভ করেছে, যা তাদের নির্মল জীবনধারাকে

[৩৫]. মুসলিমঃ ৬৫৩।

পঙ্কিল করে তুলেছে এবং দ্বীন ও দুনিয়ার সাফল্যকে ধ্বংস করে চলেছে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে মুসলিমরা সর্বদাই এসকল বিষয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং এগুলোর ধারকদেরকে হত্যা করেছে। এ সকল মন্দ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে- 'জাদু'।

সম্মানিত ভাই! (আলাহ আপনাকে সকল প্রকার অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করুন) জাদু কবীরা গুনাহ। আলাহর রাসূল জাদুকে শিরকের সাথেই উলেখ করেছেন। তিনি বলেন:

. . :. . . .

"সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাক- আলাহর সাথে শিরক করা এবং জাদু. . . .।"[৩৬]

নবী কারীম সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম সকল জাদুকর থেকে দায়মুক্ত হয়েছেন এবং বলেছেন, তারা এই উম্মাতভুক্ত নয়। ইমরান ইবনে হোসাইন রাদিয়ালাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন.

. , , , ,

"সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যে কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে কোরল অথবা যার জন্য কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ মনে করা হলো অথবা ভবিষ্যদ্‌বাণী কোরল বা যার জন্য ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হলো অথবা যে জাদু কোরল বা যার জন্য জাদু করা হলো।"[৩৭]

জাদুর প্রতি বিশ্বাস কুফরিতে নিয়ে যেতে পারে (আলাহ তা'আলা আমাদেরকে এবং আপনাকে এ-থেকে রক্ষা করুন) ইবনে মাসউদ রাদিয়ালাহু 'আনহু বলেন:

[৩৬]. বুখারীঃ ৫/৯৪, মুসলিমঃ ৮৯, হাদীসটি আবু হোরায়রা রাদিয়ালাহু 'আনহু বর্ণনা করেন।।

[৩৭]. যাওয়ায়েদ আল-বায্যারঃ ১৬৩।

“যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষী বা জাদুকর বা গণকের কাছে আসল এবং তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন কোরল, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে অস্বীকার কোরল।”[৩৮]

ইসলামের দৃষ্টিতে জাদুকরের পরিণাম হচ্ছে তলোয়ার দ্বারা তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়া। ইমাম আহমদ বাজালা বিন আবদাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু লিখে পাঠিয়েছেন- “প্রত্যেক জাদুকর ও জাদুকারিণীকে হত্যা কর”। রাবী বলেন: “এ আদেশের ভিত্তিতে আমরা তিন জন জাদুকরকে হত্যা করেছি”।

জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “জাদুকরের হদ বা বিচার হচ্ছে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা”।

সম্মানিত ভাই!

আল্লাহর কাছে আরোগ্য কামনা করা কোন গুনাহর কাজ নয়, পক্ষান্তরে জ্যোতিষী, গণক বা জাদুকরের কাছে যাওয়া গুনাহ। তাই আরোগ্য দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। তিনি উম্মতের কারো জন্য এমন কোন বিষয়ে রোগ নিরাময়ের উপাদান রাখেননি যা তার উপর হারাম করা হয়েছে। যেমনটি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন চির সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জাদুর চিকিৎসা (আল্লাহ আমাদেরকে এবং আপনাকে রক্ষা করুন) নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে হতে পারে-

[৩৮]. আত্-তারগীবঃ ৪/৫৩, মাজমআ আয্-যাওয়ায়েদঃ ৫/১১৮।

১) যা দ্বারা জাদু করা হয়েছে তা পুড়ে ফেলা, মাটি চাপা দেয়া বা নষ্ট করে ফেলা, যদি জাদুগ্রস্ত তা জানতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটা করেছিলেন।

২) সবচেয়ে উপকারী ঔষধ হচ্ছে কালামুল্লাহ্ দ্বারা ঝাড়ফুঁক। হাদিসে উল্লেখিত দো‘আসমূহ, সূরা আল-ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, কুল ‘আউযুবি রাব্বিল ফালাক, কুল ‘আউযুবি রাব্বিন্ নাস ইত্যাদি পাঠ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যেমন- যখন তিনি হাসান-হোসাইনকে ঝাড়ফুঁক করতেন তখন তিনি বলতেন:

“আমি তোমাদের দু’জনের জন্য আল্লাহর পূর্ণ কালেমা দ্বারা সকল প্রকার শয়তান, ক্ষতিকর প্রাণী এবং নিন্দুক চোখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”[৩৯]

তিনি আরো বলতেন:

“আমি আল্লাহর নামে তোমাকে ফুঁক দিচ্ছি, আল্লাহ তোমাকে রোগমুক্ত করবেন সকল প্রকার কষ্টদায়ক রোগ থেকে।”[৪০]

তিনি আরো বলতেন: “মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, যিনি সম্মানিত আরশের প্রতিপালক, তিনি যেন তোমায় রোগমুক্ত করেন (সাত বার)”।

তিনি আরো বলতেন:

[৩৯]. বুখারীঃ ৬/২৯২, তিরমিযীঃ ২০৬১, ইবনে মাজাহ্ঃ ৩৫২৫, আহমাদঃ ১/২৩৬।
[৪০]. মুসলিমঃ ২১৮৬।

"হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূরীভূত করে দিন, আপনিই রোগমুক্তকারী; রোগমুক্ত করে দিন। আপনার আরোগ্য ছাড়া কোন আরোগ্য নেই ; এমন আরোগ্য দিন যার পর আর কোন অসুস্থতা নেই।"[৪১]

৩) সকল প্রকার বিপদাপদ থেকে রক্ষার আরেকটি বড় উপায় হচ্ছে সকাল-সন্ধ্যার জিকির বা দো'আ পাঠ করা যা কুরআনের আয়াত এবং বিশুদ্ধ হাদিস থেকে নেয়া হয়েছে।

৪) জাদু ও এ-জাতীয় ক্ষতিকর বিষয়াদি থেকে মুক্ত থাকার বড় মাধ্যম হচ্ছে আলাহর ইবাদত ও আনুগত্যে অবিচল থাকা। অধিকাংশ মানুষই অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকে এবং আলাহ যা হারাম করেছেন তা লঙ্ঘন করে।

অতঃপর যখন রোগে নিপতিত হয় তখন সে তার রবকে স্মরণ করে। আলাহর রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম ইবনে আব্বাস রাদিয়ালাহু আনহুকে অসিয়তকালে বলেন: "সুখের সময় তাঁকে স্মরণ কর তাহলে তিনি তোমার কঠিন অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করবেন"।[৪২] যে ব্যক্তি তার সুস্থতার সময় ও শক্তি-সামর্থ্যের সময় আলাহর নৈকট্য লাভ করে, আলাহ তার অসুস্থতা ও দুর্বলতার সময় তার পাশে থাকবেন।

অষ্টম নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক !

আলাহ আপনাকে হেফাজত করুন। আপনি কি জানেন- আলাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বোত্তম আমল হচ্ছে 'উত্তম

[৪১]. বুখারীঃ ১০/১৭৬, মুসলিমঃ ২১৯১।

[৪২]. মুসনাদে আহমদ ১/৩০৭

চরিত্র'। সহিহ্ হাদিসে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল াহু 'আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে , তিনি বলেন : রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেন:

.

"নিশ্চয়ই আলাহ তা'আলা উত্তম চরিত্র ভালোবাসেন এবং অসচ্চরিত্র অপছন্দ করেন।"[৪৩]

আপনি কি জানেন উত্তম চরিত্র কি? ইমাম, মুহাদ্দিস ও সাধক আব্দুলাহ বিন মোবারক আমাদেরকে তা এভাবে চিনিয়েছেন: "উত্তম চরিত্র হচ্ছে চেহারার প্রফুল তা, ভাল কাজে নিয়োজিত হওয়া এবং কষ্টদায়ক বিষয় থেকে বিরত থাকা।"

প্রিয় পাঠক !

আজ আমরা ভয়াবহ চারিত্রিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এমনকি সম্ভ্রান্ত বংশীয় রা পর্যন্ত শরিয়ত সম্মত চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। অনেকের কাছে তো এটি নিতান্ত অযথা আর ফালতু বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ ইসলামে সচ্চরিত্রের স্থান সব থেকে ঊর্ধ্বে। প্রিয় পাঠক, আপনি কি জানেন আমাদের প্রিয় নবী সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেন:

. :

"আমি তো কেবল সচ্চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।" অপর এক বর্ণনায় আছে: "আমি তো কেবল উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দান করতে প্রেরিত হয়েছি।" [৪৪] দেখা যাচ্ছে রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তাঁর প্রেরিত হওয়ার মূল কারণ হিসেবে এই বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করেছেন। সচ্চরিত্রের উপর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্ভর করে। যেমন,

[৪৩] [আল-জামে'ঃ ১৮৮৫]

[৪৪]. সহীহ্ আল-জামে'ঃ ২৩৪৫

১) সচ্চরিত্র ছাড়া পুণ্য হয় না। যেমন, নাওয়াস বিন সামরান রাদিয়ালাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তি নি বলেনঃ আমি রাসূলুল াহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামকে পুণ্য এবং পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেনঃ

. .

"পুণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র আর পাপ হচ্ছে যাতে তোমার অন্তর বাধা দেয় এবং যা মানুষের সম্মুখে প্রকাশ হওয়াকে তুমি অপছন্দ কর।"[৪৫]

২) যে আ মলসমূহের মা ধ্যমে মা নুষ সর্বাধিক হারে জান্নাতে প্রবেশ করবে 'সচচরিত্র' তার অন্যত ম। যেমন হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রাদিয়ালাহু 'আনহু বলেনঃ

:

. :

"রাসূলুলাহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল ামকে প্রশ্ন করা হল- কোন বিষয়টি সব চেয়ে বেশি মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তি নি বললেনঃ তাক ওয়া বা আল াহ-ভীতি এ বং সচ্চ রিত্র। আ বার জিজ্ঞে স করা হলো- কোন জিনিসটি সব চাইতে বেশি মানুষ কে জাহান্না মে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেনঃ মুখ ও যৌনাঙ্গ।"[৪৬]

৩) কেয়ামতের যে বিষয়গুলো মুসলমানের নেকির পালাকে ভারী করবে সচ্চরিত্র তার অন্যত ম। আবু দারদা রাদিয়ালাহু 'আনহু থে কে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল ালাহু 'আলাইহি ও য়াসালাম ব লেছেন. "কেয়ামতের দিন মোমিনের পালায় সচ্চরিত্রের চেয়ে ভারী কিছু থাকবে

[৪৫]. মুসলিমঃ ২৫৫৩
[৪৬]. আহমাদঃ ২/২৯১, তিরমিযীঃ ২০০৫, ইবনে মাজাহঃ ৪২৩৬

না। আর আল াহ তা'আলা অশ ীল ও নোংরা লোককে অপছন্দ করেন।"[৪৭]

৪) যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র দ্বা রা সজ্জিত হবে, রাসূলুল াহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে একটি ঘরে র জামিন হ বেন। আবু উমামা রাদিয়াল াহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন.

.

"যে ব্যক্তি ন্যায়পন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিম্নভাগে একটি বাড়ির জিম্মাদার হব। আ র যে ব্যক্তি রসিকতা ক রেও মিথ্যা বল বে না, তার জন্য আমি জান্নাতের মাঝখানে একটি বাড়ির জিম্মাদার হব। আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করবে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে একটি বাড়ির জিম্মাদার হব।"[৪৮]

৫) চরিত্রবান ব্যক্তি সিয়াম প ালনকারী এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারীর ম র্যাদা পা বেন। আয়েশা রাদি য়ালাহু 'আনহা থে কে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামকে বলতে শুনেছিঃ

.

"নিশ্চয়ই একজন মো মিন তার সচ চরিত্রের মা ধ্যমে তা হাজ্জুদ আদায়কারী ও সিয়াম সাধনাকারীর মর্যাদা লাভ করবে।"[৪৯]

৬) কেয়ামতের দিন রাসূলুল াহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের সবচেয়ে নিকটব র্তী হবে সুন্দ র ও উন্নত চ রিত্রের

[৪৭]. আহমাদঃ ৬/৪৪২, তিরমিযীঃ ২০০৩
[৪৮]. আবু দাউদঃ ৪৮০০
[৪৯]. আবু দাউদঃ ৪৭৯৮, ইবনে হিব্বানঃ ১৯২৭

অধিকারীরা। জাবের রাদিয়াল াহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল াহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেনঃ

:

:

"তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সব চেয়ে সুন্দর, তারাই কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে । আর আমার নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় এবং আমার সান্নিধ্য থেকে দূরবর্তী হবে বাচাল ও কর্কশভাষী। সাহাবা য়ে কেরাম বললেনঃ হে আল াহর রাসূল! 'বাচাল' ও 'কর্কশভা ষী' তো চিনলাম। কিন্তু 'মুতাফাইহিকূন' কারা? রাসূল সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল াম বললেনঃ অহংকারীরা।"[৫০] অর্থাৎ, বাচাল, কর্কশভাষী ও অহংকারীরা কেয়ামতের দিন রাসূল সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল ামের সংস্পর্শ থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে।

৭) যে কো ন জাতির সর্বোত্ত ম মর্যাদাসম্পন্ন এ বং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গই কেবল পারে "উত্তম চরিত্রের" গুণে গুণান্বিত হতে। বোখারি ও মুসলিমে আব্দুল াহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুলাহ সাল ালাহু 'আলা ইহি ওয়াসাল াম সুস্ পষ্ট ভাষ ায় ঘোষ ণা করেছেনঃ

.

"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সু ন্দর ও উন্নত।"[৫১]

---

[৫০]. তিরমিযীঃ ২০১৮
[৫১]. বুখারীঃ ৮/৫০৭, মুসলিমঃ ২৮৫৩

প্রিয় পাঠক !

সুন্দর চারি ত্রিক মা ধুর্যের এ ধর নের মর্যাদা, অবস্থ ান ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে অবগ ত হওয়ার পর কি কোন মুস লমান এ গুণে গুণান্বিত হওয়া থেকে পি ছিয়ে থাকতে পারবে? কখনো নয়। এট া কীভাবে সম্ভব যে, সে সম্মানের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হতে চাইবে, রাসূলুলাহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল ামের সান্নিধ্যে অবস্থান করার আশা পোষণ করবে, নবুওয়াতী চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করবে, অথ চ স্বীয় চরিত্র ও নৈ তিকতাকে সমুন্নত করার বিষয়ে অমনোযোগী রয়ে যাবে? এই অি ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রটি কে অবহে লার দৃষ্টিতে দেখবে? নবুয়তের কান্ড ারি রাসূলুল াহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের চরিত্র ছিল সবচেয়ে পবিত্র। আনাস রাদি য়ালাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

.

"রাসূলুলাহ স ালালাহু 'আলাই হি ও য়াসালাম ছিলেন মানুষ দের মধ্যে সবচেয়ে উত্ত ম চরিত্রের অি ধকারী।"[৫২] বোখারি ও ম ুসলিমের অপর এক হা দিসে আব্দুল াহ বিন আম র ই বনুল আস থেকে ব র্ণিত, তিনি বলেনঃ

.

"রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম কস্মিনকালেও কর্কশ কিংবা অশ ীলভাষী ছিলেন না এবং তিনি এগুলো পছন্দও করতে ন না।"[৫৩]

সম্মানিত পাঠক !

সচ্চরিত্রের যে মর্যাদা ও ফজিল ত আপনি জানতে পারলেন, তার পুরোটাই আ পনি পাবেন, যদি আপ নি নিজেকে সেভাবে গড়ে তুলতে

---

[৫২]. বুখারী ফাত্হুল বারী সাথেঃ ১০/৪৮০, মুসলিমঃ ২১৫০
[৫৩]. বুখারী ফাত্হুল বারী সাথেঃ ১০/৩৭৮, মুসলিমঃ ২৩২১

পারেন। প্রাপ্তি তো কর্মের উপরই নির্ভর করে। এই অনন্য সাধারণ গুণটি আপনাকে দয়ালু বানাবে, কোমল হৃদয়ের অধিকারী করবে, যার দ্বারা আপনি পরম করুণাময়ের অসীম রহমতের ভাগীদার হতে পারবেন। সহিহ্ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল াহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেনঃ

.

"জমীনবাসীদের উপর রহম কর, তাহলে আসমানে যিনি আছেন (আলাহ) তিনি তোমার উপর রহম করবেন।" [৫৪] ত্বাবারানী হাসান সনদে অন্য আরেকটি হাদিস বর্ণনা করেনঃ

"আলাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যারা দয়ালু তাদের উপরই করুণা বর্ষণ করেন।"[৫৫] আব্দুলাহ বিন আমর রাদিয়ালাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেনঃ

.

"যারা দয়ালু, পরম করুণাময় আল াহ তাদেরকে করুণা করবেন। তোমরা জমীনবাসীদের উপর রহম কর, তাহলে আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের উপর রহমত বর্ষণ করবেন।"[৫৬] যেমন কর্ম, তেমন ফল। স্বাভাবিকভাবেই যে অন্যের উপর দয়া দেখাবে না, কোমল আচরণ করবে না, আল াহও তার উপর করুণা করবেন না। জাবের ইবনে আব্দুল াহ রাদিয়াল াহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেনঃ

.

---

[৫৪]. ত্বাবারানী ও হাকেম, সহীহ্ আল-জামে'ঃ ৯০৯

[৫৫]. সহীহ্ আল-জামেঃ ২৩৭৭

[৫৬]. আবু দাউদঃ ৪৯৪১, তিরমিযীঃ ১৯২৪

"যে মানুষদের উপর করুণা করে না, আল াহও তার উপর করুণা করেন না।"[৫৭]

আপনি যদি পরম করুণাময়ের করুণাধারায় সিক্ত হতে চান, তাহলে নিজের এবং অন্যদের ব্যাপারে দয়াশীল হন। স্বীয় স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান না দিয়ে পরার্থে নিজকে বিলিয়ে দিন। কখনো একগুঁয়েমি প্রদর্শন করবেন না। স্থান- কাল-পাত্র অনুযায়ী বিভিন্ন মাধ্যমে আপনার দয়া-করুণাকে বিকশিত করুন। মূর্খকে জ্ঞান দিন, লাঞ্ছিতকে সম্মান দেখান, অনাথকে সম্পদ দান করুন, বড়কে সম্মান করুন, ছোটকে স্নেহ করুন, অবাধ্য-অমনোযোগীকে বারবার বোঝান, চতুষ্পদ প্রাণীদের উপর সহানুভূতি ঢেলে দিন. . . . এ সবই আপনার রহমতের প্রকাশ ভঙ্গি। এগুলো আপনার জন্য আলাহর করুণা লাভকে অপরিহার্য করে তুলবে। কারণ, মানুষের মধ্যে সেই তো সৃষ্টিকর্তার সবচেয়ে নিকটবর্তী, যে তাঁর সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়াশীল।

মুসলমানদেরকে সদুপদেশ প্রদান এবং তাদেরকে সাহায্য করার প্রতি যত্নবান হন। বোখারি ও মুসলিমের হাদিসে এসেছে, রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন.

.

"যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আলাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।"[৫৮] কী চমৎকার বিনিময়! আপনি যদি আপনার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজনে তার পাশে এসে দাঁড়ান, তার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে সর্বশক্তিমান আল াহ রাব্বুল 'আলামিন আপনার প্রয়োজন পূরণ করবেন, বিপদাপদে সাহায্যকারী হিসেবে আপনি তাঁকে পাশে পাবেন।

রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের বলেনঃ

---

[৫৭]. বুখারী মা'আল ফাতহ্ঃ ১০/৩৭৮, মুসলিমঃ ২৩১৯

[৫৮]. বুখারী, মুসলিমঃ ২৫৮০

“কেউ যদি দুনিয়াতে তার কোন মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখে তাহলে কেয়ামতের দিন আলাহ তার দোষ গোপন রাখবেন”।[৫৯]

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

“দুনিয়ার জীবনে যদি কেউ কোন মুসলিমকে একটি বিপদ থেকে উদ্ধার করে, কেয়ামতের দিন তাকেও মহান আল াহ একটি বিপ দ থেকে উদ্ধার করবেন। কেউ যদি অভাব-অনটন কিংবা কষ্ট পতিত কারো জন্য স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দেয়, আলাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতকে সহজ করে দেবেন। যে কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আলাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার ভুল-ক্রটি গোপন রাখবেন। আলাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দ ার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সহযোগিতায় অটল থাকে।”[৬০]

প্রিয় পাঠক !

অনেক হাজি এবং উম রাহ্কারীর অবস্থা দেখলে হতবাক হতে হয়। দেখা যায় তারা সততার বদ লে মিথ্যাচার, দ য়ার বদলে কঠোরতা, আমানতের বদলে খেয়ানত, ক্ষম া ও সহিষ্ণুত ার বদলে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার চর্চা করে। শুধু তাই নয়, তাদের মাঝে পাওয়া যায় সদাচরণের বদলে অসদ্ব্যবহ ার, দানশীলতার বদলে কৃপ ণতা, খাদ্য-পানীয় কিংবা স্থানের ক্ষেত্রে স্বার্থত্যাগের বদলে লোভ ও স্বার্থপরতা, বিনয়ের বদলে অহংকার আর ইনসাফের বদলে জুলুম। তা

[৫৯]. বুখারী, ফাত্হঃ ৫/৭০, মুসলিমঃ ২৫৮০।

[৬০]. মুসলিমঃ ২৬৯৯।

দেখে হতবাক মুসলমানের মনে প্রশ্ন জাগে : এরাই কি মুসলমান? কোথায় তাদের সংযম, সম্মান আর লজ্জা-শরম? কোথায় দুর্বলের প্রতি দয়া প্রদ র্শন? কোথায় অসহায়-অনাথের প্রতি ত সহানুভূতি? কোথ ায় ভালোবাসা? আর কোথায় মো মিনদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ?

প্রিয় পাঠক !

আপনি যখন এই বদ-স্বভাবের মানুষগুলোকে দেখবেন হজের রীতিনীতি পালনের স্থানগুলোতে আপনার সাথে অযথা ধাক্কাধাক্কি করছে, তাওয়াফ ও সায়ীর সম য় আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, ধূমপান বা অন্য কোন মাধ্যমে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে আপনাকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, যখন-তখন কুৎসিত ভাষায় গালাগাল করছে, যত্র-তত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলে কিংবা বিদ‘আতী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পবিত্র স্থানসমূহের ইজ্জতকে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে. . . তখন আপনি কি করবেন? আপনিও কি প্রবৃত্তির প দানত হয়ে তাদের ম ন্দকে মন্দ দিয়ে প্রতিরোধ করতে যাবেন? কিংবা তাদের উপর তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ নিতে চাইবেন? যদি তাই করেন, তাহলে তার আর আপনার মাঝে পার্থক্য থাকল কোথায়? বরং এই পবিত্র সময়ে পবিত্র স্থানগুলোতে ফাসাদ ছড়ানোর কাজে আপনিও তাদের সাথে শরিক হয়ে গেলেন। তাই নয় কি?

বরং এমতাবস্থায় এ ধরনের মানুষদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে আমাদের জন্য আল াহ রাব্বুল ‘আলামি নের দেখানো পন্থা অব লম্বন করা আবশ্যক। আর তা হলো- “ ক্ষমা, সহনশীলতা এবং ম ন্দের বিনিময়ে ভালোর প্রকাশ ঘটানো”। আলাহ তা‘আলা বলেনঃ

“যারা ক্রোধ সংবরনকারী ও লোকের অপরাধ ক্ষমাকারী, আলাহ এরূপ সদাচারীদেরকে ভালোবাসেন।” [সূরা আলে-ইমরান. ১৩৪]

মোমিনের প্রশংসায় আলাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেনঃ

“তারা অসদ্ব্যবহা রকে সদ্ব্যবহার দ্বারা দ ূরীভূত করে, আখেরাতে শুভ পরিণাম তো তাদেরই জন্য।” [সূরা আর্-রা‘দঃ ২২]

আলাহ আরো বলেনঃ—

“আর সৎ ও ম ন্দ কখনোই সমান নয়, আপনি সদ্ ব্যবহার দ্বারা (অসদ্ব্যবহারকে) প্রতিরোধ করুন। অনন্তর অকস্মাৎ (দেখ তে পাবেন) আপনার সাথে যার শত্রুতা ছিল, সে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।” [সূরা ফুস্সিলাতঃ ৩৪]

আবু হুরায়রা রাদি য়ালাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল াহ সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম বলেনঃ

.

.

“দান-সদকা কখনো সম্পদ কমায় না। আলাহ ক্ষমাশীল বান্দার ইজ্জত বাড়িয়ে দেন। আর যে আল াহর জন্য বিনয়ী হয়, আল াহ তার সম্মান বুলন্দ করে দেন।”[৬১]

রাসূলুলাহ সা লালাহু ‘আলাইহি ওয় াসালামের জীবে ন কি আমাদের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ নেই? রাসূলুলাহ সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম কি সর্বোত্তম মানুষ নন? সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ স্তরে কি

[৬১]. মুসলিমঃ ২৫৮৮।

তাঁর আশে-পাশে আর কেউ আছে? তবুও তো তিনি কখনো নিজ স্বার্থে কারো উপর প্রতিশোধ নেননি। সাইয়্যেদা আয়েশা রাদিয়ালাহু ‘আনহা বলেনঃ

.

“রাসূলুলাহ সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম নিজের জন্য কখনো কারো উপর প্রতিশোধ নেননি। তবে কখ নো আল াহর বিধান লঙ্ঘিত হলে সেক্ষেত্রে তিনি আল াহর পক্ষ হয়ে সেটার প্রতিশোধ নিয়েছেন।”[৬২]

মুসলিমের অপর এ ক বর্ণনায় ি তনি (আয়েশা রা দিয়ালাহু ‘আনহা) বলেনঃ

. .

“রাসূলুলাহ স ালালাহু ‘আল াইহি ওয়াসাল ামের সাথে কখনো কোন অন্যায় করা হলে তিনি নিজে তার প্রতিশোধ নেননি।”[৬৩]

আনাস ি বিন মা লেক রা দিয়ালাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

. . .

.

. ! :

. . .

[৬২]. বুখারীঃ ৬১২৬, মুসলিমঃ ২৩২৭

[৬৩]. মুসলিমঃ ২৩২৮

“একদা আমি নবী কারী ম সাল াল্লাহু ‘আল াইহি ও য়াসালামের সাথে হাঁটছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মে াটা পাড়বিশিষ্ট নাজরানী চাদর। এমতাবস্থায় এক বেদুইন তাঁকে পেয়ে প্রচণ্ড জে ারে তার চাদর টেনে ধরলো। আমি নবী কারী ম সাল াল্লাহু ‘আলাই হি ওয় াসালামের কাঁ ধের উপরিভাগের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এত জো র টানার কারণে চাদরের মোটা পাড়ের ঘষায় সেখানে দাগ হয়ে গেছে। বেদুইন লোকটি বলল: হে মুহাম্ম াদ (সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল াম)! তোমার নিকট আলাহর যে সম্পদ রয়েছে, ত া থেকে আ মাকে কিছু দেয়ার আদেশ দাও। র াসূল স াল্লালাহু ‘আলাইহি ওয়া সালাম তার ি দকে তাকিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার নির্দেশ দিলেন।”[৬৪]

প্রিয় দ্বীনি ভাই !

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ম ানুষের আচ রণ যদি এই হয়, তাহলে আমরা কেন কোন মু সলিম ভাইয়ের দেয়া সামান্য কষ্টে রে গ যাই? কোন ভাইয়ের যৎ কিঞ্চিৎ ভ ুলে কেনই ব া ক্রোধে অ ি গ্নশর্মা হয়ে উ ি ঠ? এমনভাবে চিৎক ার-চ্যাঁচামেচি, ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দে ই, যে ন আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু র বিরুদ্ধে লড়ছি। কেন? আল াহ তা‘আলা কি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে বলেননি:

“নিশ্চয়ই সকল মো ি মন একে অপরের ভাই।” [সূরা আল-হুজরাতঃ ১০]

আমাদের প্রিয় নবী সাল াল্লাহু ‘আলাই হি ওয়াসাল াম কি সবসময় একথা বলতেন না:

[৬৪]. বুখারী, ফাত্হঃ ১০/২৩৪, মুসলিমঃ ১০৫৭

“পারস্পরিক ভা লোবাসা, সহ মর্মিতা ও কর ুণা প্র দর্শনের ক্ষেত্রে মোমিনরা হলো এক টি দেহের মত, যার কোন একটি অঙ্গ কষ্ট পে লে সমগ্র শরীর অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে তার জন্য কষ্ট প্রকাশ করে।”[৬৫]

প্রিয় হাজীভাই !

আমরা যদি এ ই বরকত ময় সময়গুলোতে, এই প বিত্র ভূখণ্ডসমূহে এসেও সচ্চরিত্র আর আত্মসংযমের গুণে গুণান্বিত হতে না পারি, তাহলে আর কো থায়-কখন আ মরা তা পা রব? আ সুন সত্য ও ক ল্যাণের পথে জোর প্র চেষ্টা চ ালানোর ম াধ্যমে নিজেদের উপলব্ধি করা র চেষ্টা করি, আত্মসমালোচনার ম াধ্যমে সামনে অগ্রসর হই, যাতে আমাদের মহা ন প্রতিপালক আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। তিনি তো বলেন:

“আর যারা অ ামার রাস্তায় কষ্ট সহ্য ক রে, আ মি তা দেরকে অ বশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব। নিশ্চয়ই আল াহ এর ূপ সৎকর্ম শীলদের স ঙ্গে আছেন। [সূরা আল-আনকাবূতঃ ৬৯]

মহান আল াহ আ াপনাকে ত ার স ন্তুষ্টি ও ভ ালোবাসা অর্জনের তে ৌফিক দিন। সর্বাবস্থায় ক ল্যাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত ক রুন এ বং নিরাপদে নিশ্চিন্তে আপনার দেশ ও পরিবারবর্গের কাছে পৌঁছিয়ে দিন। আমীন।

------

[৬৫]. বুখারী, ফাত্হঃ ১০/৩৬৭, মুসলিমঃ ২৫৮৬

নবম নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক, সম্মানিত হাজীভাই !

আপনাদের কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, কোন জাতির অধঃপতন, আলাহ্ প্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তির ধ্বংস সাধন, পারিবারিক বন্ধনের বিচ্ছিন্নতা, পাপের বল্গাহীন প্রসার... ইত্যাদির পেছনে সব চেয়ে বড় কারণ হলো- যত্র-তত্র, হাটে-বাজারে, কর্মক্ষেত্রে, পার্কে, অনুষ্ঠানে, কমিউনিটি সেন্টারে সর্বত্র নারী-পুরুষের অবাধ-উদ্দাম মেলামেশা। এটি এতটাই ভয়াবহ যে, এর কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান ফেৎনা- ফাসাদ, বিপদাপদ, ভ্রষ্টতা, অপরাধ প্রবণতা এবং রোগ-ব্যাধির কারণে কাফের রাষ্ট্রগুলো পর্যন্ত এখন এ থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের সুষম-পরিপূর্ণ ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এ ব্যাপারে সচেতন করেছে। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি ইবাদতের স্থানসমূহ, যেমন- মসজিদ, জিকিরের মজলিস ইত্যাদিতে পর্যন্ত নারী-পুরুষের সম্মিলনকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। অথচ এ স্থানগুলোতে মানুষ পবিত্র অন্তঃকরণ নিয়ে আলাহর দরবারে নিজেকে অকাতরে বিলিয়ে দেয়ার জন্যই উপস্থিত হয়।

আলাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মসজিদের দিকে ছুটে যান কোন ধরনের নর-নারীরা? নিঃসন্দেহে যারা কল্যাণকামী এবং আলাহ-ভীরু তারাই। অথচ এ পবিত্র-চিত্ত নর-নারীরাই যখন সালাতের কাতারে দাঁড়িয়ে যান, তখন তাদের ব্যাপারে হাদিসে কি এসেছে শুনুন- আবু হুরায়রা রাদি য়ালাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন.—

"পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথমটি আর সর্ব নিকৃষ্ট হলো শেষটি। এমনিভাবে মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষটি আর সর্ব নিকৃষ্ট হলো প্রথমটি।" [৬৬] পুরুষদের শেষ আর মহিলাদের প্রথম কাতারটি কেন নিকৃষ্ট জানেন তো? কারণ, এ দু'টি পরস্পরের সবচেয়ে নিকটবর্তী। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে প্রমোদ-কেন্দ্র, পার্ক-রেস্তরাঁ, নৈশভোজ আর পার্টিগুলোতে নারী- পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিকৃষ্টতার কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছে; আমাদের তা ভেবে দেখা দরকার।

নারী-পুরুষের মেলা-মেশার বিপর্যয় এড়াতে রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম সালাত বা অন্যান্য ইবাদত শেষে খানিক সময় পুরুষদেরকে মসজিদে অবস্থানের আদেশ দিতেন; যাতে মহিলারা নিরাপদে বেরিয়ে গিয়ে আপনাপন গৃহসমূহে পৌঁছে যেতে পারে এবং রাস্তায় পুরুষদের সাথে তাদের দেখা-সাক্ষাৎ না হয়। হিন্দা বিনতে হারেস আল- ফিরাসিয়্যাহ্ থেকে বর্ণিত, উম্মে সালমাহ্ রাদি য়ালাহু 'আনহা তার কাছে বর্ণনা করেন:

"রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের জমানায় মহিলারা সালাতের সালাম ফিরিয়ে সাথে সাথেই উঠে যেতেন। রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এবং তার সঙ্গী পুরুষরা কিছুক্ষণ মসজিদে বসে থাকতেন। অতঃপর যখন রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বের হওয়ার জন্য উঠতেন, পুরুষরাও তখন তার সাথে সাথে উঠতেন।"[৬৭]

---

[৬৬]. মুসলিমঃ ৪৪০
[৬৭]. নাসায়ীঃ ১৩৩৩

রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এক ব্যক্তিকে জিহাদ বাদ দিয়ে স্বীয় স্ত্রীর সাথে হজ করার আদেশ দিয়েছিলেন। এসব সতর্কতা অবলম্বনের একমাত্র কারণ পুরুষদের সাথে মেলামেশা থেকে নারীদেরকে দূরে রাখা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল াহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল াহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামকে বলতে শুনেছেন:

"কোন পুরুষ যেন বেগানা নারীর সাথে নিভৃতে অবস্থান না করে। কোন মহিলা যেন 'মাহরাম' ব্যতীত কোথাও সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল: হে আল াহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজে বেরিয়েছে, আর আমাকে অমুক যুদ্ধে যেতে হবে। রাসূল সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বললেন: তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ কর।"[৬৮]

রাসূলুলাহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম পুরুষদেরকে সতর্ক করেছেন মহিলাদের মজলিসে যাওয়া-আসার ব্যাপারে; এমনকি সে যদি ঐ মহিলাদের নিকটবর্তী (গায়ের মাহরাম)ও হয়। উকবা ইবনে আমের রাদিয়াল াহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেন:

"সাবধান! তোমরা মহিলাদের মাঝে যাওয়া-আসা থেকে সতর্ক থাক। আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক বলল: হে আল াহর রাসূল!

[৬৮]. বুখারীঃ ৩০০৬, মুসলিমঃ ১৩৪১

দেবর সম্পর্কে আপনার মত কি? রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বললেন: দেবর তো মৃত্যু! (অর্থাৎ, দেবরকে তো মৃত্যুর মত ভয় করে চলতে হবে। মৃত্যুর কাছ থেকে মানুষ যেমন দূরে থাকার চেষ্টা করে, দেবরের সাথে মেলামেশা থেকেও তেমনি দূরে থাকবে)।"[৬৯] দেবর স্বামীর ভাই। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। রাসূলুল াহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম এ আত্মীয়কে পর্যন্ত অন্য কোন মাহরাম ব্যতীত নারীর সামনে যাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। সমস্যা এবং অন্যায় কর্মের আশঙ্কায় তাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন। অথচ অনেক মানুষই দেবরকে নারীর রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচনা করে। তাদের মেলামেশাকে নির্দোষ এবং নিরাপদ ভেবে নিশ্চিন্ত থাকে। আরে নির্বোধের দল! তাই যদি হতো, তবে রাসূলুলাহ সাল ালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম কেন তাকে মৃত্যুর মত ভয়ংকর ও পরিত্যাজ্য বলেছেন ?

দু'জন অনাত্মীয় নারী-পুরুষ কখনো যেন নিভৃতে একাকী অবস্থান না করে। তারা যতই পবিত্র আত্মা হোক না কেন, ভুল এবং বিপদের আশঙ্কা থেকেই যায়। রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন.

"তোমাদের কেউ যেন কোন বেগানা নারীর সাথে নিভৃতে অবস্থান না করে। কারণ, তখন শয়তান তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে সেখানে উপস্থিত হয়।"[৭০]

সম্মানিত ভাই!

ফ্রি-মিক্সিং সমাজগুলোতে আজ পাপাচারের দৌরাত্ম্য জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। অবাধ মেলামেশায় উৎপাদিত পিতৃ পরিচয়হীন জারজ

[৬৯]. বুখারীঃ ৫২৩২, মুসলিমঃ ২১৭২
[৭০]. মুসনাদে আহমাদঃ ১/১৮

সন্তানদের আধিক্যে সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। হাসপাতাল-ক্লিনিকগুলো নিত্য-নতুন সব কুৎসিত যৌনরোগ এবং রোগীদেরকে নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষী, যে জাতিই নারী-পুরুষের বল্গাহীন মেলামেশাকে প্রশ্রয় দিয়েছে, তাদের সভ্যতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে, শান্তি ও নিরাপত্তা হারিয়ে গেছে, পাপ আর অনাচার সেখানে বন্যার মত বয়ে গেছে, সে জাতির মর্যাদার সূর্য অপমান, লাঞ্ছনা আর মহামারির বিষাক্ত নর্দমায় অস্তমিত হয়েছে।

এ সমস্ত কারণে বিশ্বের সবগুলো রাষ্ট্র আজ এ মহাবিপদ থেকে নিষ্কৃতির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। নারীরা ঘর ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসায় যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেগুলো থেকে মুক্তির পদ্ধতি এবং এ বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে। পৃথিবীর সর্বত্র মহিলারা নিজেদের সম্মান রক্ষার আবেদন জানিয়ে নানামুখী প্রচারণা চালাচ্ছে। কত সভা-মিছিল হচ্ছে, নতুন নতুন সংগঠন গজিয়ে উঠছে। কিন্তু পরিত্রাণের সবচেয়ে সহজ উপায়ের দিকেই কারো চোখ পড়ছে না। পড়বে কীভাবে? শয়তান যে তাতে ঠুলি পরিয়ে রেখেছে। নইলে তো এটা সহজেই বোধগম্য হওয়া উচিত যে, ইসলাম নারীকে যে মহাগুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল দায়িত্ব দিয়েছে, সেটা পালন না করে যত অকাজে ব্যস্ত হওয়ার কারণেই তো আজ এত মুসিবত ও অনৈতিকতার প্রসার ঘটেছে। ইসলাম নারীকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা সে ছাড়া আর কারো পক্ষেই আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। আজকের এই ভ্রষ্ট সমাজে নারীকে তার স্বভাব উপযোগী ইসলামি পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে পারলে যাবতীয় সমস্যা আপনিই সমাধান হয়ে যাবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আমরা কি আমাদের দ্বীনের অনুসরণের মাধ্যমে নিজেদের সম্মানিত করব না? আমরা কি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার দিকে ফিরে আসব না? স্রষ্টার কিতাব আর তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত থেকে

কি আমরা আমাদের চলার পথের পাথেয় সংগ্রহ করব না? কবে মুসলমানরা তাদের গাফলতী ঝেড়ে ফেলবে? কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভেঙে কবে তারা হেদায়াতের মশাল নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়বে?

আফসোস ... আমরা ছিলাম শাসক। আজ আমরা সব হারিয়ে গোমরাহির পেছনে নিজেদের জুড়ে দিয়েছি। কবে আমরা আবার দুনিয়ার শাসন-ভার ফিরে পাব? কীভাবে সেটা সম্ভব? পাশ্চাত্যের নিকৃষ্ট জঞ্জালের আঁস্তাকুড় থেকে আমরা আমাদের চরিত্র, নৈতিকতা, সংস্কৃতি আর শৃঙ্খলা শেখার চেষ্টা করছি। আশ্চর্য. . . ! কীভাবে ইজ্জতওয়ালা পারে ঘৃণ্য কারো অনুসরণ করতে, সৌভাগ্যবান দুর্ভাগাকে, মহান লাঞ্ছিতকে, ভদ্র নীচকে অনুসরণ করে যিলতী ছাড়া আর কিছু পাওয়া কি সম্ভব? কীভাবে কোন মুসলিম কাফেরের অনুকরণের মাধ্যমে জীবনের সার্থকতা ও সফলতা অনুসন্ধান করে?

অবশ্যই আমাদের সারা বিশ্বকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদেরকে বলতে হবে - তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান আমাদের হাতের মুঠোয়। আমাদের দ্বীন পুরো দুনিয়ার জন্যই রহমত। পথহারা পরিশ্রান্ত মানুষের নেতৃত্বের ভার কাঁধে তুলে কল্যাণ, সৌভাগ্য ও হেদায়াতের দিকে তাদেরকে পরিচালিত করতে হবে। মহান আল্লাহ স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করে বলেন–

"আর আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য অনুগ্রহস্বরূপ প্রেরণ করেছি।" [সূরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৭]

অন্যত্র আলাহ বলেনঃ

"নিশ্চয়ই ইহা (আল-কোরআন) বিশ্ববাসীর জন্য এক বিরাট নসিহতনামা।" [সূরা আত্-তাকভীরঃ ২৭]

এত কিছুর পরও িক আলাহতে বিশ্বাসী েকান মুসলিম মহিলা পারবে পর পুরুষের সাথে মেলামেশা করতে? কোন মুসলিম পুরুষের কল্পনায়ও কি আসতে পারে যে, সে বিদুষী, সচ্চরিত্রা, মর্যাদা সম্পন্না কোন মুসলিম নারীর সাথে খে ালামেলাভাবে মিশবে? সুস্থ বিবেকের অধিকারী কারো পক্ষে এটা সম্ভব নয়। মহান আলাহ সবাইকে স্বীয় দ্বীন ও ঈমান হেফাজত করার তাওফীক দিন।

দশম নির্দেশনা

প্রিয় পাঠক !

আলাহ আপনাকে সকল অনিষ্ট তা থে কে হেফাজত করুন। আপনি কি জানেন, গান- বাজনা উম্মতের জন্য কতটা ধ বংসাত্মক? গান-বাজনা ফাসাদের দরজা খুলে দেয়। অকল্য াণ ডেকে আনে । জাতির জীবনী শক্তি নিঃশেষ করে দেয়। সমাজ ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের অতল গহ্বরে তলিয়ে দেয়। এই মরণ-ব্যাধি কোন জাতিকে পেয়ে বসলে সে জাতির শিক্ষা, সভ্যতা উচ্ছন্নে যেতে থ াকে। তার বিজয়ের সো পানগুলো পরাজয়ে বদলে যায়। জাতির সন্তানরা নিজেদের প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে পড়ে। এটি মানুষকে এমনভাবে পাগল করে তোলে যে, খাওয়া-পরার কথাও তখন বেমালুম ভুলে যায়।

ইতিহাস সাক্ষী, যখনই কোন জাতি বা দ্য-বাজনায় আক্রান্ত হয়েছে; দুর্বলতা, অক্ষমতা, নৈতিক বিপর্যয়সহ নানাবিধ সমস্যায় তখন তারা নিমজ্জিত হয়েছে। রোমান ও পারসিক সভ্যতার পতনের ইতিহাস আমরা জানি। এত বেশি দূরে যাওয়ারও দরকার নেই। আজকের পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে তাকান। এই ঘাতক-ব্যাধি কীভাবে তাদেরকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে সবার সাম নেই তা স্পষ্ট। গান-বাজনা, মানুষের মনে স্থায়ী শিথিলতার সৃষ্টি করে, প্রবৃত্তিকে উস্কে দেয়, মানসিকভাবে ব্যক্তিকে করে তুলে বি মর্ষ। নিত্যদিনের কাজকর্ম, ইবাদত আদায় ইত্যাদি তখন তার কাছে হয়ে উঠে কষ্টকর । প্রবৃত্তির গোলামি তার

কাছে হয়ে উঠে প্রধান ব্যাপার। পরকাল-ভাবনা বিদায় নেয় তার চেতনার জগৎ থেকে। দুনিয়ার লোভ-লালসা মধুর লাগে তার কাছে। আজকের বিশ্বের অধিকাংশ জাতি তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া পূর্বসূরিদের পথে ই পা ফেলছে। ফলে অসংখ্য মানুষ কোনভাবেই পারছে না গান-বাজনা, মিউজিক থেকে নিজকে দূরে রাখতে। ঘরে, গাড়িতে, অফিসে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র এর মাঝেই তারা ডুবে আছে আকণ্ঠ।

গান-বাজনার এই বাহ্য- পার্থিব ক্ষতির দিকটি ছাড়াও আরেকটি দিক আছে- ইসলামি শরিয়ত একে হারাম করেছে। ইসলামের পবিত্র-শুভ্র প্রকৃতির সাথে এর অলঙ্ঘনীয় বিরোধ আছে। আলাহর নির্ধারিত সীমানার ভেতর যারা জীবন-যাপন করেন, প্রবৃত্তির কুমন্ত্রণাকে যারা গলা টিপে দাবিয়ে রাখেন, নিজেদেরকে যারা আলাহর গোলাম হিসেবে ভাবতে ভালোবাসেন, তাদের জন্য আমরা এখানে গান- বাজনার ব্যাপারে কোরআন-হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করব। এর নিষিদ্ধতার প্রমাণসমূহ বর্ণনার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করব যে, অধিকাংশ মানুষ একে নির্দোষ বিনোদন ভাবলেও বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো।

আলাহ তা'আলা বলেনঃ

"মোমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আলাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেয়, এবং তারা তাদের রব-এর উপরই নির্ভর করে।" [সূরা আল-আনফালঃ ২]

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য বেহুদা ও অসার বাক্য ক্রয় করে নেয় এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।” [সূরা লোকমানঃ ৬]

সাহাবায়ে কেরাম (অসার বিনোদন কথকতা) এর ব্যাখ্যা করেছেন ‘গান’ দিয়ে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত ‘বিশুদ্ধ বর্ণনা’ হিসেবে এটি বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবি শায়বাহ্‌, ইবনে জারির, হাকেম প্রমুখ আবু সাহাবা আল-বিকরী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বলতে শুনেছেন, যে যখন তাকে এ আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল, তিনি বললেনঃ

. ( )

“সেই সত্তার শপথ যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, এর দ্বারা গানের কথা বলা হয়েছে।” কথাটি তিনি তিন বার উল্লেখ করলেন।[৭১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “এ আয়াত দ্বারা গান-বাজনা এবং তা শোনা উদ্দেশ্য”। তার অন্য এক বর্ণনায় এসেছেঃ “গান এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় উদ্দেশ্য।”[৭২]

তাবেয়ীদের অনেকেই দ্বারা গান বুঝিয়েছেন। যেমন- মুজাহিদ, ইকরামাহ্‌, হাসান বসরী, সাঈদ বিন জুবাইর, ক্বাতাদাহ্‌, নাখয়ী প্রমুখ।[৭৩]

---

[৭১]. তাফসীরে ত্বাবারীঃ ১০/২০২, দুর্‌রুল মানছূরঃ ৬/৫০৫
[৭২]. ত্বাবারীঃ ১০/২০৩
[৭৩]. ত্বাবারীঃ ১০/২০২-২০৪

ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সনদে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

.

“আমার মহান প্রতিপালক আমার উপর মদ, জুয়া, ঢাক-ঢোল এবং বাদ্য-বাজনা হারাম করেছেন।”[৭৪]

মুসলিম শরীফে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

( )

“ঘণ্টাধ্বনি বাজানো শয়তানের বাঁশির অন্তর্ভুক্ত।”[৭৫]

ইমাম বোখারি তার হাদিস-গ্রন্থে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

: - -

.

“আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল আসবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ আর গান-বাজনাকে হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে, যারা পর্বতের পাদদেশে বাস করবে। গোধূলি লগ্নে যখন তারা পশুর পাল নিয়ে ফিরবে, তখন কোন ফকির এসে তাদের নিকট কিছু চাইলে তারা বলবেঃ আগামী কাল এসো। রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন, পাহাড়কে ধসিয়ে দেবেন। আর অন্যান্যদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত বানর ও শুকর বানিয়ে

---

[৭৪]. আল-ফাত্‌হুর রাব্বানীঃ ১৭/১৩২
[৭৫]. মুসলিমঃ ২১১৪, আবু দাউদঃ ২৫৫৬

রাখবেন।”[৭৬] লক্ষ্য করুন, রাসূলুলাহ সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম গান-বাজনাকে কোন্ ধরনের হারাম বস্তুসমূহের সাথে উলেখ করেছেন। ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ্যপান . . . এরপর গান-বাজনা। এর অবৈধতার বিষয়ে এটা কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ নয়?

সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় দল থেকে বর্ণিত একটি হাদিস রয়েছে, যা বিভিন্ন পন্থায় বর্ণনার সূত্র ধরে ‘হাসান’ হাদিসের মর্যাদায় উন্নীত। আবু হুরায়রাহ্, আয়েশা, ইমরান বিন হোসাইন, আবু মালেক, আবু সাঈদ খুদরী, আলী বিন আবী তালেব, আবু উমামা রাদিয়ালাহু ‘আনহুম প্রমুখ সাহাবি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসে রাসূলুলাহ সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম বলেনঃ “শেষ জমানায় এ উম্মতের একটি কওমকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দেয়া হবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ হে আলাহর রাসূল! কেন? তারা কি এ সাক্ষ্য দেবে না যে, আলাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মাদ (সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম) তাঁর প্রিয় রাসূল। রাসূল সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম বললেনঃ অবশ্যই দেবে। শুধু তাই নয়, তারা সিয়াম পালন করবে, সালাত আদায় করবে, হজ আদায় করবে; সব ইবাদাতই তারা পালন করবে। সাহাবায়ে কেরাম বললেনঃ তাহলে কেন তাদের এমন ঘৃণ্য পরিণতি হবে? রাসূল সালালাহু ‘আলাইহি ওয়াসালাম বললেনঃ তারা ঢাক-ঢোল, গান-বাজনা, বাদ্য-সংগীত ইত্যাদিকে বৈধ মনে করবে। সারা রাত এগুলোতে মত্ত থেকে যখন তারা সকালে উপনীত হবে, তখন দেখবে যে, তাদেরকে বানর ও শুকরে বদলে দেয়া হয়েছে।”[৭৭]

[৭৬]. বুখারীঃ ৫৫৯০
[৭৭]. যাম্মুল মালাহীঃ ৩৫

ইবনে আবীদ্ দুনিয়া ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ “পানি যেমন শস্য বীজকে মাটি থেকে উৎপন্ন করে, গান-বাজনাও তেমনি অন্তরে মুনাফেকি অঙ্কুরিত করে।”[৭৮]

সাঈদ বিন মনসুর এবং বায়হাকী ইবনে আব্বাস রাদিয়ালাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ “তবলা-তাম্বুরা হারাম, বাদ্য-বাজনা হারাম, গান হারাম, বাঁশি বাজানো হারাম।”[৭৯]

উলামায়ে কেরাম এবং ইমামগণ গান-বাজনা হারাম হওয়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। একদা ইমাম মালেককে গান-বাজনার ব্যাপারে মদীনাবাসীদের বৈধতা প্রদান তথা নরম সুরে কথা বলার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেনঃ “আমাদের মাঝে কেবল ফাসেক-পাপাচারীরাই এমনটা করে”।

গান-বাজনা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফার মাযহাব সবচেয়ে কঠোর। তার অনুসারীরা সংগীত সংক্রান্ত সবকিছুই হারাম হবার ব্যাপারে প্রকাশ্য রায় দিয়েছেন। যেমন- বাদ্য-বাজনা, ঢোল-তবলা, এমনি আরো যা কিছু বিদ্যমান। তারা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, গান-বাজনা সুস্পষ্ট পাপ যা ফাসেকির পরিচয়। এ পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম শাফেয়ী বলেনঃ “বাগদাদ ত্যাগ করার সময় আমি সেখানে কিছু বিষয় রেখে এসেছি। অবিশ্বাসীরা ‘তাগবীর’ বা গান-বাজনার নামে সেগুলো আবিষ্কার করেছে। এগুলো মানুষকে আলাহর কোরআন থেকে বিরত রাখে”।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেনঃ “ইমাম শাফেয়ী এ কথার মাধ্যমে যা উদ্দেশ্য করেছেন, তা হলো- বিভিন্ন ধরনের গান বা কবিতা, যেগুলোতে বৈরাগ্যবাদের প্রতি উৎসাহ দেয়া হয়। কেউ একজন সুর

[৭৮]. যাম্মুল মালাহীঃ ৩৮
[৭৯]. যাম্মুল মালাহীঃ ৫৮

করে এগুলো গায়, আর উপস্থিত শে্রাতারা হালকা লোহার রড এবং মুখ-টাকরা সহকারে বাজনা বাজায়।"

ইবনুস সালাহ্ বলেন: "অতএব, বুঝা গেল- বাদ্য-বাজনা, গান ইত্যাদি যখন একত্রে পরিবেশন করা হয়, তখন তা শোনা মাযহাবের ইমাম এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতে হারাম।"

ইমাম আহমদ বলেন: "গান অন্তরে নিফাকি উৎপন্ন করে"।

এমনিভাবে আরো অনেক দলিল আছে, যা বাজনার সরঞ্জামাদি ভেঙে ফেলা, উপকারের দোহাই দিয়ে গান শোনা অবৈধ হওয়া কিংবা এর মাধ্যমে অর্থ রোজগার হারাম হওয়া সাব্যস্ত করে।

প্রিয় পাঠক!

আলাহ আপনাকে সব ধরনের ক্ষতিকর বিষয় থেকে রক্ষা করুন। গান কেবল মহিলাদের জন্য কতিপয় শর্তসাপেক্ষে বৈধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

(১) গানের কথা শালীন ও পবিত্র হতে হবে। কোন অশ্লীলতা থাকবে না।

(২) গানের সাথে সাথে শুধুমাত্র দফ্ বা একতারা বাজাবে। অন্য সকল বাদ্যযন্ত্র হারাম।

(৩) ঈদ বা বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গান গাইবে।

(৪) আর এটি শুধু মহিলারা করবে; পুরুষরা নয়।

এর দলিল হলো- নাসায়ী, ত্বায়ালেসী, ইবনে আবী শায়বাহ, হাকেম প্রমুখ মুহাদ্দিস আমের বিন সাদ আল-বাজালী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

"একদা আমি আবু মাসউদ ক্বারযাহ্ বিন কা'ব ও সাবেত বিন যায়েদ-এর কাছে গেলাম। তখন কতিপয় বালিকা তাদের সামনে দফ্ বাজিয়ে গান গাচ্ছিল। আমি বললামঃ আলাহর রাসূলের সাথি হয়ে কীভাবে আপনারা এর অনুমতি দিচ্ছেন? তারা বললেন: বিবাহ অনুষ্ঠানে আমাদের জন্য একে বৈধ করা হয়েছে।"[৮০]

বোখারি ও মুসলিমে আয়েশা রাদিয়ালাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, "একদা আবু বকর রাদিয়ালাহু 'আনহু আয়েশা রাদিয়ালাহু 'আনহার ঘরে গেলেন। রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তখন তার কাছে ছিলেন। দিনটি ছিল ঈদুল ফিত্‌র কিংবা আজহার দিন। আয়েশা রাদিয়ালাহু 'আনহার নিকট তখন দু'জন আনসার বালিকা গান গাচ্ছিল। আয়েশা বলেন: তারা গায়িকা ছিলনা। এমনিই গান বলছিল। এ দৃশ্য দেখে আবু বকর বললেন: রাসূলের ঘরে শয়তানের বাঁশি? এত বড় সাহস! রাসূল সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম তাকে শান্ত করে বললেন: হে আবু বকর! প্রতিটি জাতিরই আনন্দের দিন থাকে। আজ আমাদের আনন্দের দিন। সুতরাং তাদেরকে গাইতে দাও।"[৮১]

অতএব দেখা যাচ্ছে- এ সমস্ত বালিকারা ঈদের দিন যুদ্ধ ও বিজয়ের গান গাচ্ছিল। আর আলাহর রাসূল তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন।

পাঠক! নীচের আয়াত দু'টো আমার সাথে আপনিও পড়ুন। গভীরভাবে ভাবুন। চিন্তা করুন। মহান আলাহ কি বলেছেন.

"তারাই কেবল কবুল করে, যারা (সত্যানুসন্ধ্যানের জন্য) শ্রবণ করে, আর মৃতদেরকে আলাহ (কেয়ামতের দিন) জীবিত করবেন। অনন্তর সকলেই তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।" [সূরা আল-আন'আমঃ ৩৬]

আরো বলেছেন—

[৮০]. নাসায়ীঃ ২/৯৩, ত্বায়ালেসীঃ ২২১

[৮১]. বুখারী ফাত্‌হুল বারীসহঃ ২/৩৭১, মুসলিমঃ ৮৯২।

“অতঃপর যদি তারা আপনার আহ্বানে যথার্থভাবে সাড়া না দেয়। তবে মনে করবেন যে, তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। আর সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর পথভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলিল ব্যতীতই স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে ? নিশ্চয়ই আল্লাহ এরূপ অনাচারীদের হেদায়াত করেন না।” [সূরা আল-ক্বাসাসঃ ৫০]

সহিহ্ হাদিসে এসেছে, ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ হাদিসটি আব্দুলাহ ইবনে উমার রাদিয়ালাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেনঃ

.

“জেনে-শুনে যে বাতিলের পক্ষে তর্ক করে, সে আলাহর ক্রোধে আক্রান্ত হয়, যতক্ষণ না সে তা পরিত্যাগ করে।”[৮২]

প্রিয় পাঠক !

পরিশেষে বলছি, আলাহ আপনাকে হেফাজত করুন এবং সৎ পথে অটল রাখুন। রাসূলুলাহ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম বলেছেন.

.

“যে ব্যক্তি সকল প্রকার অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বেঁচে হজ আদায় কোরল, সে এমনভাবে গুনাহ্ মুক্ত হলো যেন সদ্য মাতৃ-গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ শিশু।”[৮৩]

তিনি আরো বলেনঃ

.

[৮২]. মুসনাদে আহমাদঃ ২/৭০, আবু দাউদঃ ৩৫৯৭

[৮৩]. বুখারীঃ ৩/৩০২, মুসলিমঃ ১৩৫০

“একটি কবুল হজের বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।”[৮৪]

আপনি যদি এই পুরস্কারগুলো অর্জনে সফল হতে পারেন তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে অনেক সৌভাগ্যবান। কিন্তু সাবধান! এ অমূল্য অর্জনকে পাপাচার আর সৎকর্ম হীনতার মাধ্যমে বরবাদ করে দেবেন না। আপনার হজ কবুলের লক্ষণই হলো যে, হজ-পরবর্তী জীবন পূর্ববর্তী জীবনের চেয়ে আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। সৎকর্ম, কল্যাণেচ্ছায় মগ্ন থেকে গুনাহ্কে সম্পূর্ণ পরিহার করে যাবে । এর বিপরীতে হজ কবুল না হওয়ার লক্ষণ হলো- পরবর্তী জীবনেও পাপে ডুবে থাকা, সৎকর্মে অবহেলা প্রদর্শন করা। ভাই! আপনার এত কষ্টের হজের লক্ষ্য যেন শুধু একটা উপাধি না হয় যে, সবাই আপনাকে 'আল-হাজ্জ' বলে ডাকবে। আলাহর শপথ! এ হজ আপনার কোন কাজে আসবে না। আলাহর কাছে এ উপাধির কোন মূল্য নেই। আজ বাদে কাল যখন আপনি দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবেন, তখন বুঝবেন, সকল নেক আমল প্রকৃতপক্ষে কবুল হওয়ার উপর নির্ভর করে; আকার- আকৃতি বা উপাধির উপর নির্ভর করে না।

আলাহ আপনার হজ কবুল করুন। আপনার সকল পাপ ও গুনাহ ক্ষমা করে দিন। আপনার চেষ্টাকে সফল করুন। পরিবার-পরিজনের কাছে নিরাপদে ফিরিয়ে নিন। তিনিই সবার অভিভাবক এবং সর্বশক্তিমান। তাঁর প্রিয় রাসূল মুহাম্মাদ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালামের উপর রহমত বর্ষণ করুন। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁর জন্য এবং শেষ শুভফল মুত্তাকীদের জন্য

------

[৮৪]. বুখারীঃ ৩/৪৭৬, মুসলিমঃ ১৩৪৯

পরিশিষ্ট

নির্বাচিত দু'আ

(১)

.

হে আল াহ, দৃষ্টির অন্তরালবর্তী ও দৃষ্টির আ ওতাভুক্ত যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানী। পৃথিবী ও আকা শসমূহের সৃষ্টিকর্তা, সব কিছুর প্রতিপালক ও মালিক—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত আর কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই। আমি আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হতে এবং শয়তান ও তার শিরকের অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় নিচ্ছি।

(২)

.

হে আ লাহ, যদি জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়, তাহলে আমাকে জীবিত রাখ, আর যদি মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয় তাহলে আমাকে মৃত্যু দান কর।

(৩)

. .

. .

.

হে আলাহ, দৃষ্টির অন্তরাল বর্তী ও দৃষ্টিগ্রাহ্য সকল বিষয়ে যেন তোমাকে ভয় করতে পারি সেই তাওফিক প্রার্থনা করি। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সত্য কথা বলার তাওফিক, খুশি ও ক্রোধ উভয় অবস্থাতেই। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি মিতব্যায়ীতার, সচ্ছল-অসচ্ছল উভয়াবস্থায়। প্রার্থনা করি এমন নেয়ামত যা শেষ হবার নয়। প্রার্থনা করি — যা চক্ষু জুড়াবে অনিঃশেষভাবে। আমি তোমার নিকট চাই তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি। আমি তোমার নিকট চাই মৃত্যুর পর সুখময় জীবন। আমি তোমার নিকট কামনা করি তোমাকে দেখার তৃপ্তি, আমি কামনা করি তোমার সহিত সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহ-ব্যকুলতা যা লাভ করলে আমাকে স্পর্শ করবে না কোন অনিষ্ট, আর আমাকে সম্মুখীন হতে হবে না এমন কোন ফেতনার যা আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে।

(৪)

.

হে আলাহ, তুমি আমাদেরকে ঈমানের অলংকার দ্বারা বিভূষিত কর আর আমাদেরকে বানাও পথ প্রদর্শক ও হেদায়াতের পথিক।

(৫)

.

আমি সে আ লাহর নামে আরম্ভ করছি, যার নামে শুরু করলে আসমান ও জমিনে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(৬)

হে আলাহ, তুমি আমার প্রভু তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ আর আমি হচ্ছি তোমার বান্দা এবং আমি আমার সাধ্য মত তে ামার প্রতিশ্রুতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হতে তোম ার আশ্রয় ি ভক্ষা করি। আম ার প্রতি তোমার নিয়ামতের স্বীকৃতি প্রদান করছি, আর আমি আমার গুনাহ-খাতা স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে মাফ করে দাও নিশ্চয়ই তুমি ভিন্ন আর কেউ গুনাহ মার্জনাকারী নেই।
(৭)

আলাহর সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোন ক্ষমতা নেই এবং কোন শক্তি নেই।
(৮)

হে আলাহ! তুমি মুহাম্ম াদ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি রহমত নাজিল কর যেমনটি করেছিলে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত। আর মুহাম্মাদ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসালাম ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি বরকত দান কর, যেমনটি দান করেছিলে ইবরাহীম 'আলাইহিস্ সালাম ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানিত।

(৯)

হে আলাহ, আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি পদস্খলন অথবা পদস্খলিত হওয়া থেকে। পথ হারিয়ে ফেলা অথবা অন্য কর্তৃক পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে। কারও উপর জুলুম করা থেকে অথবা কারো নির্যাতিত হওয়া থেকে। কারও সাথে মূর্খতাপূর্ণ আচরণ করা থেকে অথবা অন্যের মূর্খতাজনিত আচরণে আক্রান্ত হওয়া থেকে।
(১০)

হে আলাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট হতেই শান্তি আসে। তুমি কল্যাণময়। হে মর্যাদাবান এবং কল্যাণময়।
(১১)

হে আলাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা, গ্রহণযোগ্য আমল এবং পবিত্র জীবিকা প্রার্থনা করি।
(১২)

হে আলাহ! তোমার জিকির, তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার এবং তোমার ইবাদত সঠিক ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করার কাজে আমাকে সহায়তা কর।
(১৩)

আলাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আলাহ! তুমি যা প্রদান কর তা বাধা দেয়ার কেহই নেই, আর তুমি যা দেবে না তা দেয়ার মত কেহ নেই। তোমার গজব হতে কোন বিত্তশালী বা পদমর্যাদার অধিকারীকে তার ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা রক্ষা করতে পারে না।
(১৪)

.

হে আলাহ ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা থেকে এবং আশ্রয় চাচ্ছি কাপুরুষতা থেকে। আর আশ্রয় চাচ্ছি বার্ধক্যের চরম পর্যায় থেকে। দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও কবরের আজাব হতে।
(১৫)

.

হে আলাহ, আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশি জুলুম করেছি আর তুমি ছাড়া গুনাহ্সমূহ কেহই মাফ করতে পারে না। সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুনে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি তুমি রহম কর। তুমি তো মার্জনাকারী ও দয়ালু।
(১৬)

.

সমস্ত, অগণিত ও অশেষ পবিত্রতম বরকতময় প্রশংসা আলাহ তা'আলার জন্য। হে আমাদের রব তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি

তোমার প্রশংসার সাথে, তুমি ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি,এবং তোমারই নিকট তাওবা করছি।
(১৭)

.

হে আলাহ ! আমার অন্তরে তাকওয়া প্রদান কর, তাকে পবিত্র কর। তুমি তার উত্তম পবিত্রকারী, তার অভিভাবক ও মনিব।
(১৮)

.

হে আলাহ ! তুমি আমাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করে দাও যা আমাদের ও পাপ কাজের মধ্যে প্রতিবন্ধক হতে পারে। এবং আমাদেরকে এমন আনুগত্য প্রদান কর যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দেয়। আর আমাদের অন্তরে এমন বিশ্বাসের উদয় করে দাও, যার মাধ্যমে তুমি আমাদের দুনিয়ার সকল মুসিবত সহজতর ও হালকা করে দেবে। আর তুমি যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখবে, ততদিন আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি অক্ষত রেখে তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দাও। এবং এ মঙ্গলকে আমাদের উত্তরাধিকারে পরিণত করো। আমাদের প্রতি যে অত্যাচার করবে, আমাদের প্রতিশোধ তুমি তাদের উপর আরোপ করো। শত্রুদের পরাহত করতে তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো। আমাদের ধর্ম বিষয়ে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। এবং পার্থিব জীবনকে আমাদের একমাত্র লক্ষ্যে পরিণত করো না এবং সেটাকে জ্ঞানের শেষ সীমা

করো না। আম াদের পাপে পর কা রণে আমাদের উপর এ মন শাসক চাপিয়ে দিয়ো না, যার অন্তরে তোমার ভয়ভীতি নেই এবং যে আমাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করবে না।
(১৯)

আলাহর পূর্নাঙ্গতম শব্দমালা দ্বারা তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।
(২০)

হে আল াহ ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আলাহ ! আমি তোমার নিকট আমার দ্বীন ও দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদ বিষয়ে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। হে আলাহ ! তুমি গোপন ব্যাপারগুলো আচ্ছাদিত করে রাখো। ভয়-ভীতি থেকে আমাকে নি রাপত্তা দাও। হে আল াহ ! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, আমার সম্মুখে র বিপদ হতে, পশ্চাতের বিপদ হতে, ডানের বিপদ হতে, বামের বিপদ হতে আর উর্ধ্ব দেশের গজব হতে। তোমার মহত্ত্বের দোহাই দিয়ে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিম্নদেশ হতে আগত বিপদে আকস্মিক মৃত্যু হতে।
(২১)

হে আলাহ ! সমস্ত প্রশংসা কেবলমাত্র তোমার । যা তুমি উন্মুক্ত করে দাও তা রুদ্ধকারী কেউ নেই। আর যা তুমি রুদ্ধ করে দাও, উন্মোচনকারী কেউ নেই। যাকে তুমি পথ ভ্রষ্ট কর, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। আর যাকে হেদায়াত দান কর তাকে বিভ্রান্তকারী কেউ নেই। তুমি যা বন্ধ করে দাও তা দানকারী কেউ নেই। তুমি যা দানকর তা বন্ধকারী কেউ নেই। যা তুমি দূরে সরিয়ে দাও তা নিকটবর্তী করার কেউ নেই। যা তুমি নিকটবর্তী করে দাও তা দূরে সরিয়ে দেয়ার কেউ নেই।হে আলাহ ! আমাদের উপর তোমার অশেষ বরকত, রহমত উন্মুক্ত কর দাও, বিছিয়ে দাও তোমার অনুগ্রহ ও রিজিক।

(২২)

হে আলাহ ! এমন সব স্থায়ী নেয়ামত প্রার্থনা করছি যা কখনো প্রতিরুদ্ধ হবে না, হারিয়ে যাবে না। হে আল াহ! আমি তোমার কাছে অভাবের দিনে নেয়ামত এবং ভয়ের সময় নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আলাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয়প্রার্থী যা তুমি আমাকে দিয়েছ এবং যা দাওনি, এ সবের অনিষ্ট হতে।
(২৩)

হে আলাহ ! তুমি ঈমানকে আম াদের নিকট সুপ্রিয় করে দাও, এবং তা আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দাও। কুফর, অবাধ্যতা ও পাপাচারকে আমাদের অন্তরে ঘৃণিত করে দাও, আর আম াদেরকে হেদায়াত প্রাপ্তদের অন্তর্ভু ক্ত করে নাও। হে আল াহ ! আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও । আমাদের মুসলমান হিসেবে বাঁচিয়ে রাখ। লাঞ্ছিত ও বি পর্যস্ত না করে আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত কর।
(২৪)

হে আলাহ! সে সব কাফেরদের ধ্বংস ও নির্মূল করে দাও, যারা তোমার রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তোমার রাস্তা হতে লোকদের বাধা প্রদান করে। তাদের উপর তোমার অসন্তুষ্টি ও শাস্তি আবর্তিত কর, হে আমাদের সত্যিকার মা'বুদ এ দো'আ কবুল কর।
(২৫)

হে আলাহ ! তোমারই রহমতের আকাঙ্ক্ষী আমি। সুতরাং এক পলের জন্যও তুমি আমাকে আমার নিজের আমার নিজের উপর ছেড়ে দিয়ো না। তুমি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দাও। তুমি ভিন্ন প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই।
(২৬)

আলাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, যিনি সহনশীল, মহীয়ান। আলাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই, যিনি সুমহান আরশের প্রতিপালক। আলাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই। তিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, জমিনের প্রতিপালক এবং সুমহান আরশের প্রতিপালক।
(২৭)

হে আলাহ ! তুমি সপ্ত আকাশের প্রভু। সুমহান আরশের প্রভু। তুমি আমাদের প্রতিপালক, এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক। তুমি তাওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআন অবতীর্ণকারী। তুমি বীজ ও আঁটি চিরে চারা গাছের উদ্ভব ঘটাও । আমি সমস্ত বস্তুর অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকটই আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ভাগের ডুরি তুমি ধরে আছ।

(২৯)

হে আলাহ! তুমিই প্রথম, তোমার পূর্বে কিছু নেই। তুমিই সর্বশেষ, তোমার পরে কিছু নেই। তুমি প্রকাশ্য, তোমার উপরে কিছুই নেই। তুমি অপ্রকাশ্য, তোমার চেয়ে নিকটবর্তী কিছুই নেই; তুমি আমার ঋণ পরিশোধ করে দাও, আমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করে সম্পদশালী বানাও।

(৩০)

.

হে আল াহ! সম স্ত প্রশংসা তোমার জন্য। তুমি আক াশমণ্ডলী-পৃথিবী ও এ র ম ধ্যকার স কল িকছুর নূর। স মস্ত প্রশংসা তোমার জন্যই। তুমি আকাশমণ্ডলী-পৃথিবী ও এর মধ্যকার সকল কিছুর রক্ষক। সকল প্রশংসা তোমার, তু ম আকা শমণ্ডলী-পৃথিবী ও এর মধ্যক ার সকল কিছুর প্রতিপালক। তুমি সত্য, তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য। তোমার বাণী সত্য। তোমার দর্শন লাভ সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীগণ সত্য । ম ুহাম্মাদ সালালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল াম স ত্য। কেয়ামত সত্য।

(৩১)

.

হে আলাহ ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তোমার উপর ভরসা করল াম। তোম ার প্রতি ঈমান আনলাম । তো মার দি কে প্রত্যাবর্তন করলাম । তোমাকে কে ন্দ্র করে বিবাদে লিপ্ত হলাম। তোমার িনকট বিচার ফয়সালা সো পর্দ করলাম। অতঃপর আমাকে ক্ষমা কর, যা আগে করেছি এবং যা পরে করব, যা প্রকাশ্যে করেছি এবং যা গোপনে করেছি। তুমিই আ মার মা'বুদ । তুমি ব্যত ীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই।

(৩২).

হে আ লাহ! তোমার অস ন্তুষ্টি হতে তোম ার সন্তুষ্টির আশ্রয় কামনা ক রছি। তোমার শাস্তি হতে তোমার ক্ষমার আশ্রয় কামনা করছি। তোমার (ক্রোধ ও আজাব) হতে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।

(৩৩)

.

আমি আশ্রয় নিচি ছ আল াহর সম্মানিত চেহারার মাধ্যমে এব ং তাঁর ঐ সক ল পূর্ণ কথ ার সাহায্যে যা কোন সৎ লোক অথবা অসৎ লোক অতিক্রম করতে পারে না। আশ্রয় নিচ্ছি ঐ সকল বস্তু হতে, যা আকাশ হতে নেমে আসে এবং যা আ কাশে চরে, যা পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এবং যা পৃথি বী হতে বেরিয়ে আসে। আমি আশ্রয় চাই দিন ও রাতের অনিষ্ট হতে, রাত ও দিনে আগন্তুকের অনিষ্ট হতে। তবে কল্যাণ বহনবাহী আগন্তুক ব্যতীত; হে দয়াময় রহমান।

(৩৪)

.

হে আ লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল বস্তু দিয়ে অ ামার প্রয়োজন মিটিয়ে দাও। এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করে তুমি ভিন্ন অন্য স বার থে কে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও।

(৩৫)

.

হে আল াহ ! দু শ্চন্তা অপসারণকারী, বিষণ ্নতা বিদূরণকারী, বিপদগ্রস্তদের আহ্বানে সাড়াদানকারী, দুনিয়া ও আখেরাতে রহমান ও রাহীম, তুমি আমার প্রতি করুণা কর। তুমি আমার প্রতি এমন দয়া কর যা তুমি ভিন্ন অন্য কারো অনুগ্রহ হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেয়।
(৩৬)

হে আলাহ! আমি তো মার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অপারগতা, অল সতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে , অধিক ঋণের চাপ ও দুষ্ট লোকের আধিপত্য থেকে।
(৩৭)

হে আল াহ ! আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আজাব হতে, কবরের আজাব হতে, মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং জীবন মৃত্যুর ফেৎনা হতে।
(৩৮)

হে আলাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, আমি সাক্ষ্য দিই যে- তুমিই অ ালাহ । তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তুমি একক অদ্বিতীয়। সকল কিছুই যার মু খাপেক্ষী। যিনি জন্ম দেন নাই এবং জন্ম নেন নাই এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই।
(৩৯)

হে আলাহ! আমি তোমার আশ্রয় নিচ্ছি অসার জ্ঞান হতে। আশ্রয় নিচ্ছি এমন অন্তর হতে যা বিগলিত হয় না, এমন দো'আ হতে যা শ্রুত হয় না, এমন প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না।
(৪০)

হে আলাহ ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, নিয়তির অমঙ্গল , দুর্ভাগ্যের স্পর্শ ও বিপদে শত্রুর উপহাস হতে।
(৪১)

হে আলাহ! আমি সকল বিরোধ, মুনাফেকি এবং বদ চরিত্র হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
(৪২)

হে আলাহ ! আমার কাছ থেকে তোমার নেয়ামত চলে যাওয়া, তোমার শুভানুধ্যান সরে যাওয়া, তোমার শাস্তির আকস্মিকতা এবং তোমার সকল অসন্তুষ্টি হতে আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি।
(৪৩)

তুমি ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।
(৪৪)

হে আলাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মা ফ করে দাও— ছোট গুনাহ, বড় গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ।
(৪৫)

হে আলাহ ! তু মি যাদেরকে হেদা য়াত করেছ, আমাকে তাদে র অন্তর্ভুক্ত কর। তুমি যাদেরকে নিরাপদ রেখেছ আমাকে তাদের দলভু ক্ত কর। তু মি যাদের অভিভাবকত্ব গ্র হণ করেছ, আম াকে তা দের দলভু ক্ত করো। তু মি আমাকে যা দি য়েছ তা তে বরকত দাও। তুমি যে অমঙ্গল নির্দিষ্ট করেছ তা হতে আমাকে রক্ষ া করো। কারণ তুমিই তো ভা গ্য নির্ধারণ কর। তোমার উপরে তো কেউ ভাগ্য নির্ধারণ করার নেই। তুমি যার অভিভাবকত্ব গ্র হণ করেছ, সে কোন দিন অপমানিত হবে না এবং তুমি যার সাথে শত্রুতা করেছ, সে কখনো সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রভু ! তুমি বরকতপূর্ণ ও সুমহান।
(৪৬)

হে আলাহ ! তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তোমার প্রতি ঈমান আ নলাম। তে ামার উপর ভ রসা ক রলাম। ে তামার দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম । তোমার উদ্দেশ্যে বিবাদে লিপ্ত হ লাম। তোমার নিকট বিচার ফয়সালার ভার সোপর্দ করলাম। অতঃপর তুমি আমাকে ক্ষমা কর, যা আগে করেছি ও পরে করব , যা প্রকাশ্যে করে ছি ও যা

গোপনে করেছি। এবং যে বিষয়ে আমার থেকেও তুমি অধিক অবহিত আছ। তুমিই আমার মা'বুদ। তুমি ব্যতীত প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই।
(৪৭)

হে আলাহ! তুমি আমার অন্তর আ লোকময় কর। আমার কর্ণ আলোকময় ক র। আ মার ে চাখ ে জ্যাতির্ময় ক র। অ ামার স ম্মুখ আলোকময় কর। আমার পশ্চাৎ আ লোকময় ক র। অ ামার ডা নে, আমার বামে, আমার সামনে, আমার পিছনে জ্যোতি ছড়িয়ে দা ও। আমার নূরকে তু ম বৃহদ াকার করে দাও। ে হ বিশ্ব জাহা নর প্রতিপালক।
(৪৮)

হে আলাহ! তোমারই রহমতের আকাঙ্ক্ষী আমি, সুতরাং তুমি এক পলক পরিমাণ সময়ের জন্যও আমাকে আমার নিজের উপর ছেড়ে দিয়ো না। তুমি আমার সমস্ত বিষয় সুন্দর করে দাও। তুমি ভিন্ন প্রকৃত কোন মা'বুদ নেই।
(৪৯)

হে আলাহ ! আমি তোমার বান্দা, তোমারই এক বান্দার পুত্র আর তোমার এক বান্দির পুত্র। আমার ভাগ্য তোমারই হাতে। আমার উপর তো মার নির্দেশ কার্যকর। আমার প্রতি তোম ার ফয়সালা ইনসাফপূর্ণ। আমি সেই সমস্ত না মের প্রত্যেকটির বদৌলতে, যে না ম তুমি নিজের জন্য নিজে রেখেছ, অথবা তোমার যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাজিল করেছ, অথবা তোম ার সৃষ্ট-জীবের ম ধ্যে কাউকে যে নাম শিখিয়েছ, অথবা স্বীয় ইলমের ভাণ্ডারে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছ, তোমার ি নকট এ ই কাত র প্রার্থনা জান াই-তুমি কোরআন মাজিদকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার চিন্ত া-ভাবনার অপসারণকারী এবং উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বিদূরণকারীতে পরিণত কর।
(৫০)

.

হে আল াহ! আমি আশ্রয় নিচ্ছি তোমার আে লাকোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের; যার মাধ্যমে সকল অন্ধকার আলোকিত হয়েছে ও দুনিয়া - আখেরাতের সকল বিষয় সু-অবস্থা পেয়েছে। আমার উপর তোমার ক্রোধ যেন নেমে না আসে অথবা আমার উপর যেন তোমর অসন্তুষ্টি অবতরণ না করে। তুমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাব আমার অনিঃশেষ প্রয়াস। সকল ক্ষমতা ও শক্তি একমাত্র তোমাকে দিয়েই ।
(৫১)

.

হে আলাহ! আমি তোম ার কাছে অভাবের দিনে নেয়ামত এবং ভয়ের দিনে িনরাপত্তা কাম না ক রছি। হে আল াহ! আমি তোম ার কাছে আশ্রয়গ্রাহী, আমাদেরকে যা দিয়েছ ও যা দাওনি- সকল কিছুর অনিষ্ট হতে।
(৫২)

.

হে আলাহ ! আমাদের মুসলমান হিসেবে মৃত্যু দাও। আমাদের মুসলমান হিসেবে বাঁচিয়ে রাখ। লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত না করে আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের সাথে সম্পৃক্ত কর।
(৫৩)

.

হে আলাহ! সে সব কাফেরদের ধ্বংস ও নির্মূল করে দাও, যারা তোমার রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তোমার রাস্তা হতে লোকদের বাধা প্রদান করে। হে আলাহ তুমি কাফেরদেরকে নির্মূল কর যাদেরকে তুমি কিতাব দিয়েছ। হে সত্য ইলাহ।
(৫৪)

.

হে অন্তর সমূহের পরিবর্তনকারী ! তোমার দ্বীনের উপর আমা র অন্তরকে অবিচল রাখ।
(৫৫)

.

হে আলাহ ! আমি তোমার কাছে কল্যাণময় সকল বিষয় কামনা করি, কল্যাণের আগত ও অনাগত বিষয়গুলো; যা অ ামি জানতে

পেরেছি এবং যা আমি জানতে পারিনি। আর আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি সকল প্রকার অনিষ্ট হতে, অনিষ্টের আগত ও অনাগত সকল বিষয় হতে, যা আমি জানতে পেরেছি এবং যা আমি জানতে পারিনি।
(৫৬)

.

হে আলাহ! আমি তোমার কাছে তা কামনা করছি যা তোমার বান্দা ও নবী তোমার কাছে কামনা করেছেন। আর আমি তোমার কাছে তা হতে আশ্রয় নিচ্ছি, যা হতে তোমার বান্দা ও নবী আশ্রয় নিয়েছেন। আমি তোমার কাছে জান্নাত এবং জান্নাতের কাছে নিয়ে যায় এমন কথা ও কাজের তাওফিক কামনা করছি। আমি তোমার আশ্রয় নিচ্ছি জাহান্নামের আগুন হতে এবং সেদিকে ধাবিতকারী সকল কথা ও কাজ হতে। তোমার কাছে কামনা করি, তুমি যে সকল ফয়সালা আমার জন্য করেছ তা যেন আমার জন্য কল্যাণকর হয়।
(৫৭)

.

হে আলাহ! আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি অসার জ্ঞান হতে, অশ্রুত দো'আ হতে, এবং এমন প্রবৃত্তি হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না, এমন অন্তর হতে যা বিগলিত হয় না।
(৫৮)

.

হে আলাহ! তুমি আমাকে সকল ঘৃণিত স্বভাব, অবাঞ্ছিত আচরণ, কুপ্রবৃত্তির তাড়না ও রোগ-ব্যাধি হতে দূরে রাখ।
(৫৯)

.

হে আলাহ! আমি তোমার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, চারিত্রিক পবিত্রতা, সম্পদের প্রাচুর্য এবং সে কাজ করার সামর্থ্য কামনা করি যা তুমি পছন্দ কর ও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও।
(৬০)

.

হে আমার রব! আমাকে সাহায্য কর। আমার বিপক্ষে সহযোগিতা করনা। আমাকে মদদ দান কর। আমার বিপরীতে মদদ দিওনা। আমাকে কৌশল দাও। আমার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র হতে দিয়ো না। আমাকে হেদায়াত দাও এবং আমার জন্য হেদায়াত সহজতর করে দাও, আর যে আমার উপর আক্রমণ করে তার উপর আমাকে সাহায্য কর। হে রব! আমাকে তোমার কৃতজ্ঞ বানাও, তোমার স্মরণকারী, ভয়কারী, সম্পূর্ণ অনুগত, বিনীত, তোমার নিকট প্রত্যাবর্তিত, একান্ত আজ্ঞাবহ ও আশ্রিত বানাও। হে আমার রব! আমার তাওবা কবুল কর। আমার পাপ মুছে দাও। আমার দু'আ কবুল কর। আমার প্রমাণ দৃঢ়-মজবুত কর। আমার অন্তরকে পথ দেখাও। আমার বক্তব্যে সঠিকতা দাও এবং আমার হৃদয়ের ক্রটি দূর করে দাও।

(৬১)

.

হে আলাহ! আমি তোমার নিকট ভাল কাজ সম্পাদন, মন্দ কাজ পরিহার এ বং গরিবদের ভালোবাসার তাওফিক কা মনা করছি। তুমি আমাকে ক্ষ মা ক র। আ মার প্রতি র হমত বর্ষণ ক র। এবং তো মার বান্দাদেরকে কোন পরীক্ষায় নিপতিত ক রতে ইচ্ছা ক রলে আমাকে ফেৎনা ম ুক্ত অবস্হায় উ ঠিয়ে িনও। হে আল াহ! আমি তোম ার ভালোবাসা প্রার্থনা ক রি আর ঐ ব্যক্তির ভালোবাসা যে তোমাকে ভালোবাসে এবং এমন কাজের ভালে াবাসা যা আম াকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে দেয়।

(৬২)

.

হে আলাহ! আমি তোমার কাছে কল্যাণের সকল শুরু ও শেষ, কল্যাণের সন্নিবেশ কারী, কল্যাণের আদি ও অন্ত, প্রকাশম ান ও অন্ত রালবর্তী এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদাসমূহ কামনা করছি।

(৬৩)

.

হে আলাহ ! আমাকে ইসলাম সহকারে দাঁড়ানো অবস্থা য় এবং বসা অবস্থায় তথা সর্বাবস্থায় হে ফাজত কর। আমার ক্ষেত্রে আমার কোন শত্রু, আমার কোন নিন্দুক বা হিংসুক খুশি হয়ে উপহাস করতে পারে— এমন কোন কাজ করনা।

(৬৪)

.

হে আলাহ! আমি তোমার কাছে কা মনা করছি সেসব কল্যাণ ও মঙ্গল যার ভাণ্ডার তোমার হাতে। আ র তোম ার কাছে আশ্রয় কামনা করছি সেসব অনিষ্ট ও ক্ষতি হতে, যার ভাণ্ডারও তোমার হাতে।

(৬৫)

.

হে আমাদের রব! তুমি আমাদিগকে দুনিয়া ও আখেরাতে মঙ্গল দান কর। আর জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা কর।

সমাপ্ত